

আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় ভাগ

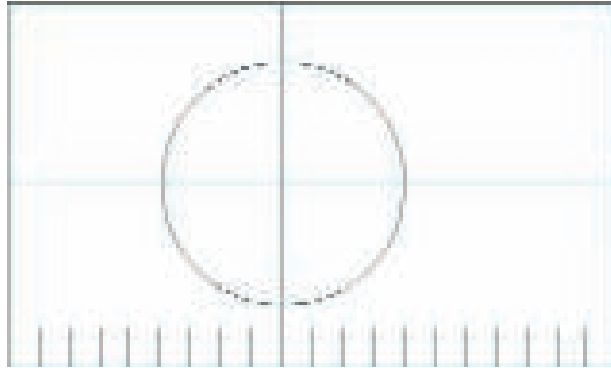


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০: ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সে.মি. (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সে.মি. (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদ বিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।



ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সে.মি. ১৮৩ সে.মি. (১০' ৬")

১৫২ সে.মি. ৯১ সে.মি. (৫' ৩")

৭৬ সে.মি. ৪৬ সে.মি. (২' ৬" ১১')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হয়, হয় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হয়, হয় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় সংগীত

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হয়, হয় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমার বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হয়, হয় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥ গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৩ সাল থেকে
দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় ভাগ



রচনা

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

শ্যামলী আকবর

নার্গিস আখতার

সম্পাদনা

আহমদ কবির



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০২

পুনর্মুদ্রণ :

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন

রফিকুল ইসলাম



প্রসঙ্গ কথা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত এক যুগ ধরে এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

প্রচলিত এ শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল (চসিব) বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনানুযায়ী ইউনিটটি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী মূল্যায়ন ও পরিমার্জন কার্যক্রম (২০০১-২০০২) পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের অধীনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের নতুন গ্রন্থ ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টর প্রকল্প এ কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

বাংলা বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে চসিব বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নতুন বাংলা পাঠ্যপুস্তক ‘আমার বাংলা বই’ দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণীশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয়বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা বাংলা। এ স্তরের শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই, প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর দরত্ব কমিয়ে এনে এ বইটিকে যথাসম্ভব ভাষা শেখার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। ভাষা শেখার চারটি দক্ষতা - শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এ চারটি দক্ষতা শিশুরা যেন পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে অর্জন করতে পারে, সে জন্য তাদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে মাতৃভাষার শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। এ যোগ্যতাগুলো যেন শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে, মূলত সে দিকে খেয়াল রেখে এবং তাদের ভাষাজ্ঞান, শব্দভান্ডার ও ব্যবহৃত বাক্যরীতির দিকে লক্ষ রেখে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বইটি রচনা করা হয়েছে। শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য তাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে পাঠ্যাংশ চয়ন এবং রঙিন ছবি সংযোজন করা হয়েছে। ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ভাষা শেখার দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারল কি না, তা যাচাইয়ের জন্য প্রতি পাঠশেষে ভাষাভিত্তিক অনুশীলনী রয়েছে।

আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যাবলি কার্যকরভাবে পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক-সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক-সংস্করণ অনুসরণ করে শিক্ষকগণ যদি শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন, তাহলে তারা পাঠে আগ্রহী হবে এবং নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই, পাঠ্য বইয়ের উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

এ বই রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যে সব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত হল, তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. আমার পরিচয় ও ঠিকানা	১
২. ছবিতে পরিচিত পরিবেশ	২
৩. আমাদের চারপাশের লোকজন	৩
৪. ছবিতে কথা	৪
৫. ছড়া	৫
৬. সবাই মিলে করি কাজ	৮
৭. আমি হব	১১
৮. রং ফুল ফল	১৪
৯. কোন দেশে	১৭
১০. বৈশাখী মেলা	২০
১১. সবার সুখে	২৫
১২. পিঁপড়ে ও ঘুঘু	২৭
১৩. কাজের লোক	৩২
১৪. দুখু মিয়ার জীবনকথা	৩৫
১৫. আমার পণ	৪১
১৬. পোষা প্রাণীর জগতে	৪৪
১৭. ট্রেন	৫১
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারি	৫৪
১৯. আমাদের ছোট নদী	৬০
২০. দিন সপ্তাহ মাস বছর	৬৩
২১. আমাদের এই বাংলাদেশ	৬৮
২২. বার মাসে ছয় ঋতু	৭১
২৩. গ্রীষ্মের দুপুরে	৭৮
২৪. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ	৮১

আমার পরিচয় ও ঠিকানা



মুখে মুখে বলি ও শিখি

আমার নাম আমার বয়স

আমার মায়ের নাম :

আমার বাবার নাম :

আমার বিদ্যালয়ের নাম :

আমি যে শ্রেণীতে পড়ি :

আমার গ্রামের/শহরের নাম :

আমার দেশের নাম :

ছবিতে পরিচিত পরিবেশ

ছবি দেখি ও বলি



স্কুলের সময় হয়ে গেছে।
আমরা বইপত্র হাতে স্কুলে যাচ্ছি।

আমরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে
জাতীয় সংগীত গাইছি।



শিক্ষক বোর্ডে লিখছেন। আমরা দেখছি।

আমাদের চার পাশের লোকজন

ছবি দেখি ও বলি



নাজু : কৃষক মাঠে ধান কাটছে।

মীরা : ধান থেকে আমরা
কী পাই ?

রবি :



শফি : ঐ দেখ, রিকশাওয়ালা
রিকশা চালায়।

মীরা : রিকশাওয়ালা কাদের
নিয়ে যাচ্ছে ?

নাজু :

রবি :



মীরা : টেকিতে ওরা কী করছে ?

রবি : টেকিতে ধান ভানছে।

শফি : ওরা টেকিতে কী করছে ?

নাজু :



শফি : চিঠি হাতে লোকটি কে ?

রবি : ডাকপিওন।

মীরা : ডাকপিওন কী করে ?

নাজু : ডাকপিওন চিঠি বিলি করে।

ছবিতে পরিচিত পরিবেশ

ছবি দেখি ও বলি



বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।
দাদু বাইরে যাবেন।
দাদুকে ছাতাটা এগিয়ে দিই।

মীনা একা দাঁড়িয়ে আছে।
মীনাকে সাথে নিয়ে আমরা খেলি।



বড় ফুফু বাড়ি এসেছেন।
তাকে সালাম জানাই।



নানিকে হাত-পা ধোওয়ার
পানি ঢেলে দিই।

ছড়া

আহসান হাবীব

ঝাউয়ের শাখায় শন শন শন
মাটিতে লাটিম বন বন বন
বাদলার নদী থে থে থে
মাছের বাজার হৈ হৈ হৈ ।

ঢাকিদের ঢাক ডুমডুমাডুম
মেঘে আর মেঘে গুডুমগুডুম
দুধকলাভাত সড়াত সড়াত
আকাশের বাজ চড়াং চড়াং ।

ঘাস বনে সাপ হিস হিস হিস
কানে কানে কথা ফিস ফিস ফিস
কড়কড়ে চটি চটাস চটাস
রেগেমেগে চড় ঠাস ঠাস ঠাস ।

খোপের পায়রা বকম বকম
বিয়েমজলিশ গম গম গম
ঘাটের কলসি বুট বুট বুট
আঁধারে ইঁদুর কুট কুট কুট ।
বেড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও ম্যাও
দু দিনের খুকু ওঁয়াও ওঁয়াও ।





১. শব্দ জেনে নিই ও নতুন কথা সাজাই

বাদলা	-	বর্ষা	বাদলার দিনে বাইরে যাব না।
ঢাকি	-	ঢাক বাজায় যে	ঢাকি ঢাক বাজায়।
কড়কড়ে	-	শক্ত, নতুন	ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেছে।
পায়রা	-	কবুতর	সাদা পায়রাটি উড়ছে।
খোপ	-	বাসা	কবুতর খোপ থেকে বের হল।
মজলিশ	-	আসর	আমাদের বাড়িতে আজ গানের মজলিশ বসবে।

২. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

- (ক) লাটিম ঘোরার সময় কেমন আওয়াজ করে ?
- (খ) মেঘের আওয়াজ কেমন ?
- (গ) দুধ-কলা আর ভাত মিশিয়ে খেতে কোন আওয়াজ হয় ?
- (ঘ) বিয়ে বাড়ির আওয়াজ কেমন ?
- (ঙ) পায়রা কেমন শব্দ করে ডাকে ?
- (চ) বিড়ালছানার আওয়াজ কেমন ?
- (ছ) দু দিনের খুকু কেমন করে কাঁদে ?



৩. আরও কিছু আওয়াজ জেনে নিই

বাতাসের আওয়াজ	-	শৌ শৌ
হাসির আওয়াজ	-	হা হা / হি হি / হো হো
কাশির আওয়াজ	-	খক খক

মোরগের ডাক	-	কুকুরু কু কুকুরু কু
হাঁসের ডাক	-	পঁয়াক পঁয়াক
কুকুরের ডাক	-	ঘেউ ঘেউ
গরুর ডাক	-	হাম্বা হাম্বা
ব্যাঙের ডাক	-	ঘেঙর ঘেঙ ঘেঙর ঘেঙ

৪. পরের চরণটি বলি ও লিখি

ঢাকিদের ঢাক ডুমডুমাদুম

.....

বেড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও ম্যাও



৫. কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল তা খুঁজে দেখি

ঝাউয়ের শাখা

বাদলার নদী

ঘাটের কলসি

কানে কানে কথা

মাছের বাজার

ঘাস বনে সাপ

আকাশের বাজ

আঁধারে ইঁদুর

হিস হিস হিস

কুট কুট কুট

চড়াৎ চড়াৎ

হৈ হৈ হৈ

থৈ থৈ থৈ

ফিস ফিস ফিস

শন শন শন

বুট বুট বুট

৬. আবৃত্তির ভঙ্গিতে কবিতাটি পড়ি



সবাই মিলে করি কাজ

বহু দিন আগের কথা। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) তখন মদিনা শহরে বাস করেন। শত্রুরা দুই দুই বার মদিনায় হামলা করল। কিন্তু তারা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না। মহানবী সবাইকে ডাকলেন। বললেন, শত্রুরা যেন কিছুতেই শহরে ঢুকতে না পারে। তাই শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা দরকার।

অনেকেই বললেন – এত লম্বা পরিখা কীভাবে খনন করা যায়? মহানবী তাঁদের বললেন – সবাই মিলে কাজ করলে কোনো কাজই কঠিন নয়। এটা দুই এক জনে করতে পারবে না। সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

নবীজির কথামতো দশ জন করে কয়েকটি দল গড়া হল। কোন দল কতটুকু মাটি কাটবে তা আগেই ঠিক করে নিতে বললেন তিনি।

মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেল। একটি দলে নয় জন কাজ করছিল। নবীজি সেখানে গিয়ে বললেন, আমিও তোমাদের দলে কাজ করব। আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে দাও।

মহানবীর কথা শুনে সবাই বললেন, আমরা থাকতে আপনি কেন এ কাজ করবেন ?

নবীজি বললেন, আমি তোমাদের মতোই এক জন মানুষ । তোমরা কাজ করবে আর আমি বসে বসে দেখব ?

সকলে আবারও আপত্তি জানালেন । মহানবী তাঁদের কথা শুনলেন না । বললেন, এটা আমারও কাজ । সবাই মিলে করলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হবে ।

এ কথা বলে মহানবী নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিলেন । এটি দেখে সকলের মাটি কাটার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল ।

শহরের চার দিকে পরিখা খনন শেষ হল । সকলে বুঝলেন - সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করলে কোনো বাধাই থাকে না । কঠিন কাজও তখন সহজ হয়ে যায় ।

পাঠ শিখি



১. শব্দার্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য তৈরি করি

মহানবী	- নবীদের মধ্যে সেরা, হযরত মুহম্মদ (স)	মহানবীর অসীম দয়া ।
শত্রু	- দুশমন	ইদুরের শত্রু বিড়াল ।
প্রবেশ করা	- ঢোকা	ছেলেমেয়েরা স্কুলে প্রবেশ করল ।
পরিখা	- চারদিক ঘেরা খাদ	যুদ্ধের সময় পরিখা তৈরি করা হয় ।

খনন - খোঁড়া
গড়া - তৈরি করা

রাস্তা খননের কাজ চলছে।
তারা এগার জন নিয়ে
একটি ফুটবল দল গড়ল।

২. যুক্তবর্ণগুলো শিখি

মুহম্মদ (স)	-	ম্ম	=	ম+ম	আম্মা, সম্মত
শত্রু	-	ত্র	=	ত+র-ফলা (্র)	ছাত্র, পত্র
কিন্তু	-	ন্তু	=	ন+ত+উ-কার (ু)	জন্ম, তন্ম
প্রবেশ	-	প্র	=	প+র-ফলা (্র)	প্রচুর, প্রভাত
লম্বা	-	ম্ব	=	ম+ব	হাম্বা, কম্বল

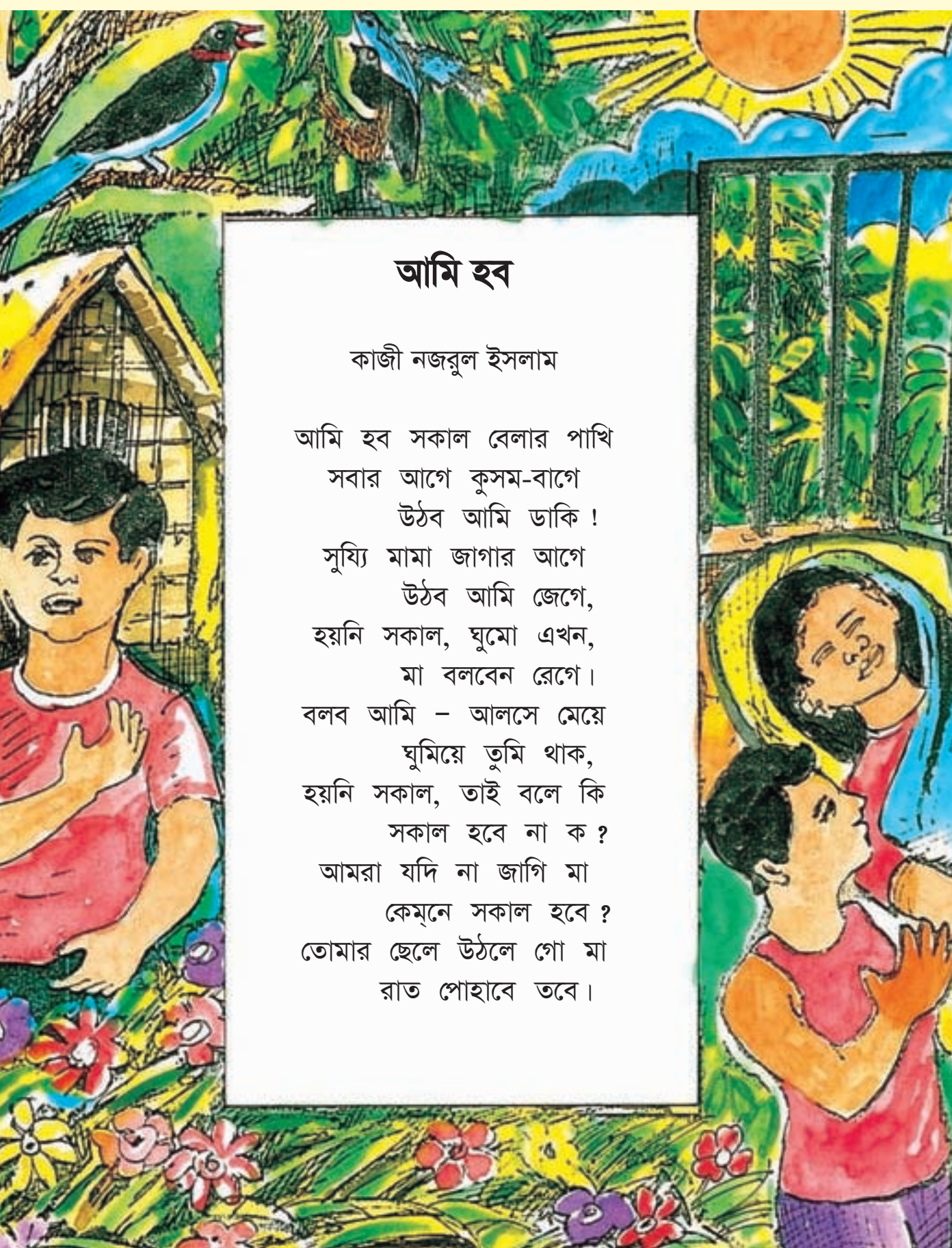
৩. মুখে মুখে উত্তর বলি

- মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) কোন শহরে বাস করতেন ?
- শত্রুরা কয়বার মদিনায় হামলা করে ?
- মহানবী সকলকে কী খনন করতে বললেন ?
- নবীজি কয়জন করে দল গড়তে বললেন ?
- নবীজি নয় জনের দলে গিয়ে কী বললেন ?
- কে নিজের মাথায় মাটির বুড়ি তুলে নিলেন ?
- কী দেখে সকলের মাটি কাটায় উৎসাহ বেড়ে গেল ?
- পরিখা খননের কাজ শেষ হলে সকলে কী বুঝলেন ?

আমি হব

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসম-বাগে
উঠব আমি ডাকি !
সুখি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
হয়নি সকাল, ঘুমো এখন,
মা বলবেন রেগে ।
বলব আমি - আলসে মেয়ে
ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল, তাই বলে কি
সকাল হবে না ক ?
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে ?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা
রাত পোহাবে তবে ।



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

কুসুম	-	ফুল	বনে ফুটল কুসুম।
বাগ	-	বাগান, বাগিচা	
কুসুম-বাগ	-	ফুলের বাগান	কুসুম-বাগে ফুল ফুটেছে।
সুখি	-	সূর্য, রবি	সুখি পূব দিকে ওঠে।
সুখিমামা	-	সূর্যকে আদর করে মামা ডাকা হয়েছে। যেমন, চাঁদমামা।	সুখিমামা জাগার আগে আমি জেগে উঠব।
আলসে কেউ	-	অলস, কুঁড়ে	আলসে ছেলেমেয়েকে ভালোবাসে না।

২. যুক্তবর্ণ চিনে রাখি

সুখি - যি = য+য-ফলা (j)

শয্যা

৩. বিপরীত শব্দ জেনে নিই

সকাল	-	বিকাল
ঘুমিয়ে	-	জেগে
রাত	-	দিন



৪. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাই

(ক) ----- মামা জাগার আগে	চাঁদ, সুখি
(খ) উঠব আমি -----	জেগে, রেগে
(গ) আমরা যদি না ----- মা	জাগি, ডাকি
(ঘ) কেমনে ----- হবে ?	জাগি, ডাকি

৫. ছোট ছোট বাক্য তৈরি করি

পাখি	-	ওরা পাখির ডাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।
সুখিমামা	-	সকালে সুখিমামাকে পুৰ আকাশে দেখা যায়।
আলসে	-	সে আলসে নয়, রোজ সকালে ওঠে।
রাত	-	দিনের পরে রাত আসে।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।





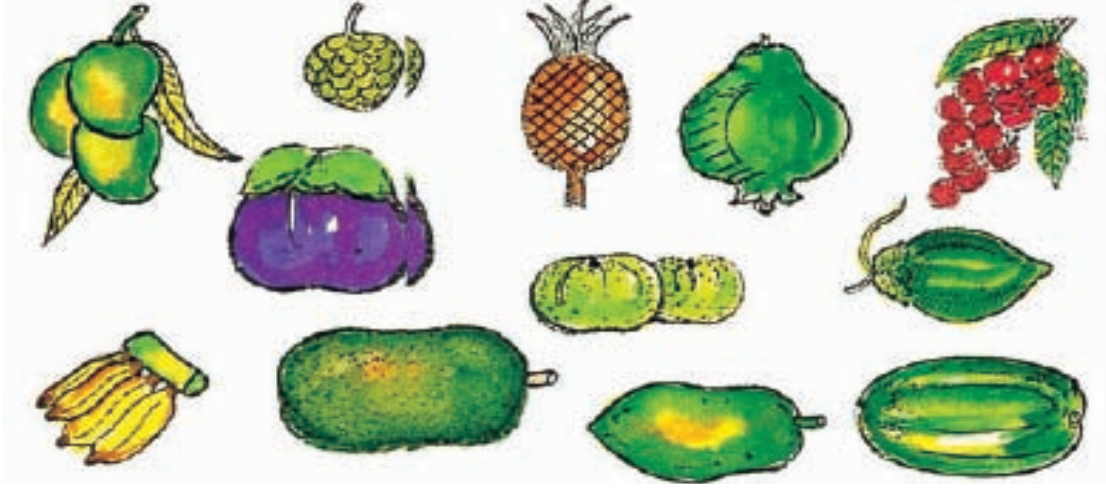
রং ফুল ফল

বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। আকাশে দেখা যাচ্ছে রংধনু। রংধনুতে রয়েছে সাতটি রং। বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

আকাশের রং নীল। এ দেশের বনে, মাঠে ঘন সবুজের মেলা। সবুজ গাছপালা বিচিত্র রঙের ফুল ফোঁটায়। এই ফুলের মধ্যে আছে শাপলা, জবা, কৃষ্ণচূড়া, গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, শিমুল, কদম আর দোলনচাঁপা।



শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। গোলাপকে বলা হয় ফুলের রানী। নানা রঙের গোলাপ হয় – লাল, সাদা, গোলাপি। পলাশ আর শিমুল ফোঁটে টুকটুকে লাল রঙে। গাঁদা আর সূর্যমুখীর রং হলুদ। বেলি, গন্ধরাজ, জুঁই, রজনীগন্ধা ও দোলনচাঁপার রং সাদা।



ওপরের ছবিতে দেখছি আমাদের দেশের নানা রকমের ফল। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, ডালিম, ডাব, তাল, তরমুজ, লিচু, পেয়ারা, আতা, আনারস আর কমলা আমাদের প্রিয় ফল।

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। এটি আকারে বেশ বড় হয়। পাকা কাঁঠাল খেতে বেশ মিষ্টি আর রসাল। আমাদের দেশের আমও খেতে ভারি মজা। আনারস বেশ মিষ্টি ফল।

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

রংধনু	-	রামধনু	রংধনুর সাতটি রং।
রসাল	-	রসপূর্ণ	রসাল আম খেতে ভারি মজা।
টুকটুকে	-	গাঢ় লাল	পলাশ আর শিমুল ফুল টুকটুকে লাল।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

পরিষ্কার	-	ষ্ক = ষ+ক	আবিষ্কার, দুষ্কর
বৃষ্টি	-	বৃ = ব+ঋ-কার (্)	বৃথা, বৃক্ষ
	-	ষ্টি = ষ+ট	মিষ্টি, কষ্ট
কৃষ্ণচূড়া	-	কৃ = ক + ঋ-কার (্)	দৃষ্টি, সৃষ্টি
	-	ষ্ণ = ষ+ণ	তৃষ্ণা, উষ্ণ
বিচিত্র	-	ত্র = ত+র-ফলা (্)	ছাত্র, পাত্র

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি এবং লিখি

- (ক) রংধনুতে কী কী রং থাকে ?
- (খ) আকাশের রং কী ?
- (গ) আমাদের জাতীয় ফুলের নাম কী ?
- (ঘ) কোন কোন ফুলের রং হলুদ ?
- (ঙ) কোন ফল আকারে বেশ বড় হয় ?

৪. আমাদের দেশীয় ফুলের একটি তালিকা তৈরি করি।

৫. নতুন বাক্য তৈরি করি

লাল	-	আমার জামার রং লাল।
নীল	-	আমার জামার রং নীল।
কালো	-	কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
সবুজ	-	মাঠে মাঠে সবুজ ফসল ফলেছে।
হলুদ	-	সূর্যমুখী হলুদ রঙের ফুল।

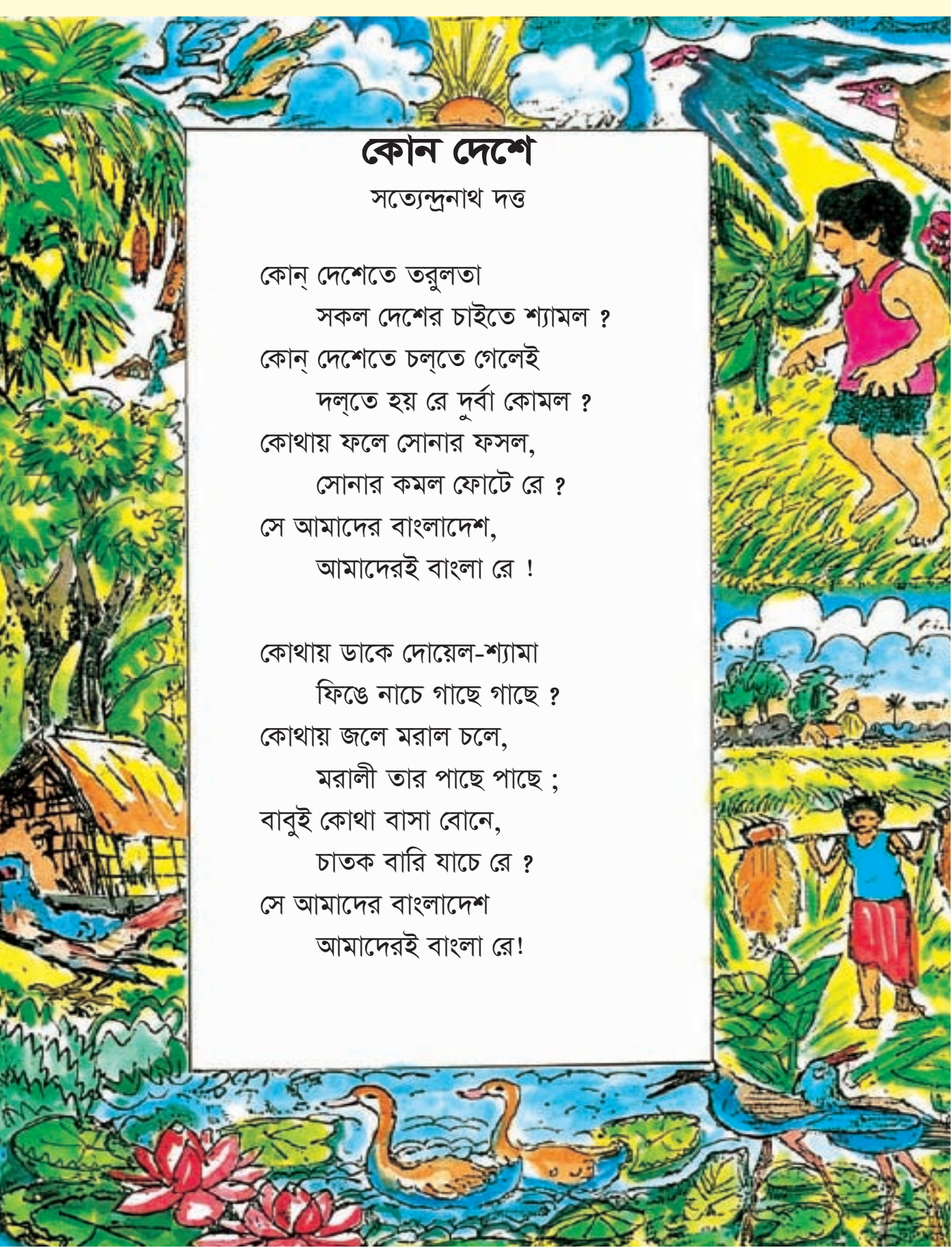


কোন দেশে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দল্‌তে হয় রে দুর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল-শ্যামা
ফিঙে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে,
মরালী তার পাছে পাছে ;
বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরই বাংলা রে!



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন বাক্য তৈরি করি

তরুলতা	-	গাছপালা	আমার মামার বাড়ি তরুলতায় ঘেরা।
শ্যামল	-	সবুজ	বাংলাদেশ শস্য-শ্যামল।
দুর্বা	-	নরম ঘাস	এই মাঠ সবুজ দুর্বায় ঢাকা।
কোমল	-	নরম	বিছানাটি বেশ কোমল।
ফসল	-	শস্য	এ বছর ফসল ভালো হয়েছে।
কমল	-	পদ্মফুল	দিঘিতে কমল ফুটেছে।
মরাল	-	রাজহাঁস	মরালের গলা লম্বা।
চাতক	-	এক ধরনের পাখি	চাতক আকাশে ওড়ে।
বারি	-	বৃষ্টি, পানি	বারি ঝরছে।
যাচে	-	চায়	ও তোমার কাছে কী যাচে ?

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

শ্যামল	-	শ্য = শ+য-ফলা (ঙ)	শ্যামা, ব্যাকুল
দুর্বা	-	ব = রেফ (ষ) + ব	গর্ব, পূর্ব

৩. মুখে মুখে উত্তর দিই

- (ক) কোন দেশের তরুলতা সবচেয়ে বেশি শ্যামল ?
(খ) কোন দেশের দুর্বা বেশি কোমল ?

- (গ) কোথায় সোনার ফসল ফলে ?
(ঘ) গাছে গাছে কোন পাখি নাচে ?
(ঙ) মরালের পেছনে কে চলে ?
(চ) চাতক কী যাচে ?
(ছ) কোনটি বাংলাদেশের জাতীয় পাখি ?

৪. বাংলাদেশের কয়েকটি পাখির নাম জানি

দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, মরাল, বাবুই, চাতক।

৫. আরো কয়েকটি পাখির নাম জেনে নিই

কাক, কোকিল, চডুই, চন্দনা, চিল, টুনটুনি, ডাহুক, বক,
মাছরাঙা, শালিক।

৬. পরের লাইনটি বলি

কোন্ দেশেতে তরুলতা

.....

কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই

.....

৭. কবিতাটি সবাই মিলে পড়ি ও নিজে নিজে লিখি





বৈশাখী মেলা

আজ পহেলা বৈশাখ। আজ নববর্ষ। প্রতি বছর এই দিনে আমাদের গ্রামে বৈশাখী মেলা হয়। আমি আগে কখনও মেলায় যাইনি। এবার বাবা বললেন, মেলায় চল। আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। ছোটবোন টুকুও মেলায় যাবে।

তখন বিকেল। একটা পুকুরধারে বড় বটগাছের নিচে মেলা বসেছে। মেলায় অনেক মানুষ এসেছে। মেলায় খুব ভিড় আর বেজায় শব্দ। মেলায় বসেছে অনেক দোকান। সেসব দোকানে বিক্রি হচ্ছে মাটির বিভিন্ন জিনিস। আছে মাটির পুতুল ও হাঁড়িপাতিল। আরো বিক্রি হচ্ছে বেতের ও বাঁশের জিনিস, মুড়িমুড়কি ও মডামিঠাই। আমার বয়সী কয়েকটা ছেলের হাতে বাঁশি। তারা সবাই জোরে জোরে বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে। তাতে পেঁ পেঁ আওয়াজ হচ্ছে। ঢুলি ঢোল বাজাচ্ছে। ডুম ডুম। টুকুর আনন্দ খুব বেশি।



আমরা মেলায় ঘুরলাম। বৈশাখ মাসে আম, জাম, কাঁঠাল পাকে। পাকা ফলের অনেক দোকান বসেছে মেলায়। পাকা ফলের মিষ্টি গন্ধ চারদিকে। এক লোকের কাছে দেখলাম ইয়া বড় এক লাউ। আমি আর টুকু তো অবাক! এত বড় লাউ আগে কখনও দেখিনি। একটা হলুদ রঙের পাকা শসার দিকে অনেকে তাকিয়ে আছে।

বাবা বললেন, পাকা শসা দিয়ে মোরব্বা হয়। শসাটির খুব দাম। তবুও সেটি বাবা কিনলেন।



হরেক রঙের ঘুড়ি উড়ছে আকাশে। তার মধ্যে সাপের মতো একটি লম্বা ঘুড়িও আছে। কী সুন্দর ঘুড়িটি ! ঐকে বেঁকে উড়ছে। একদিকে বাজিকর বানরের খেলা দেখাচ্ছে। আরেকদিকে নাগরদোলা উঠছে নামছে। বাবা আমাদের নাগরদোলায় তুলে দিলেন। নাগরদোলায় উপরে উঠলে মজা লাগে। নামার সময় ভয়ে বুকটা ধক করে ওঠে।



আদিবাসী লোকেরাও মেলায় জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। তারা বাঁশের চাঙাড়ি, ধামা ও লাঠি বিক্রি করছে। কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে ও ছেলে তাদের ভাষায় গান গাইছে আর নাচছে।

বাবা আমাদের মুড়িমুড়কি কিনে দিলেন । মেলায় অনেক খেলনা এসেছে । বাবা আমাকে কিনে দিলেন বাঁশি ও ঢোল । টুকুকে দিলেন মাটির পুতুল ও বেলুন ।

সেগুলো নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম । তখন রাত হয়ে গেছে ।

পাঠ শিখি



১. শব্দ শিখি ও নতুন বাক্য বলি

পহেলা	-	প্রথম	পহেলা বৈশাখে মেলা হয় ।
নববর্ষ	-	নতুন বছর	নববর্ষে নতুন জামা পরেছি ।
মেলা	-	জিনিসপত্র বেচা-কেনা ও আমোদের জন্য বহু মানুষ যেখানে ভিড় করে	ভাইয়ার সঙ্গে মেলায় যাব ।
বেজায়	-	খুব	লোকটি বেজায় লম্বা ।
মোরবা	-	চিনির রসে জ্বাল দেওয়া ফল	মা শসার মোরবা করেছেন ।
নাগরদোলা	-	নিচ থেকে ওপরে উঠে ঘুরে ঘুরে দোল খাওয়ার দোলনা	আমরা নাগরদোলায় চড়ব ।
জন্ম	-	জানোয়ার	হাতি সবচেয়ে বড় জন্ম ।
আদিবাসী	-	আদিম অধিবাসী	গারো ও চাকমা বাংলাদেশের আদিবাসী ।

চাঙাড়ি - বাঁশ বা বেতের ফেরিওয়ালার চাঙাড়িতে
ছোট ঝুড়ি তিন কাঁদি কলা আছে।

২. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

- (ক) নববর্ষ কবে শুরু হয় ?
- (খ) বৈশাখী মেলা কোন দিন হয় ?
- (গ) পৈঁ পৌঁ কিসের আওয়াজ ?
- (ঘ) ডুম ডুম করে কী বাজছে ?
- (ঙ) শসার কী রং ছিল ?
- (চ) ঐঁকে বেঁকে কী উড়ছে ?
- (ছ) নাগরদোলায় নামার সময় বুক কেমন করে ?
- (জ) আদিবাসীরা কী কী বিক্রি করছে ?
- (ঝ) কারা গান গাইছে এবং নাচছে ?
- (ঞ) বাবা কী কী কিনে দিলেন ?

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনি এবং আরো শব্দ শিখি

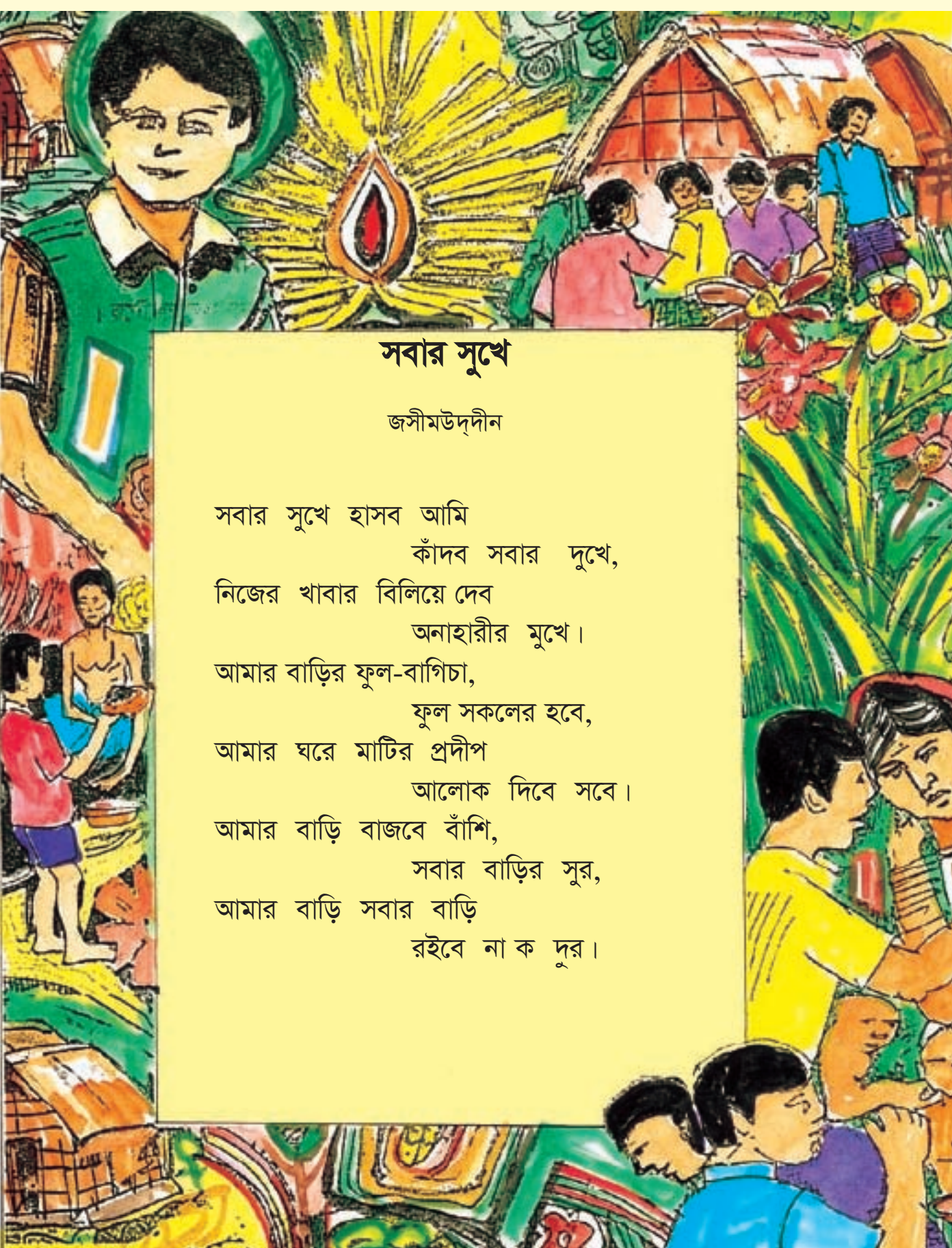
নববর্ষ	-	র্ষ	= রেফ (')+ষ	বর্ষণ, হর্ষ
প্রথম	-	প্র	= প+র-ফলা (্র)	প্রতি, প্রভাত
সজো	-	জা	= ঙ+গ	অজা, বজা (- জা = অন্যভাবে লেখা হয় জা)
বাজাচ্ছে	-	চ্ছ	= চ+ছ	খাচ্ছে, যাচ্ছে
শব্দ	-	ব্দ		= ব+দ অব্দ, জব্দ
আনন্দ	-	ন্দ	= ন+দ	মন্দ, সুন্দর
লম্বা	-	ম্ব	= ম+ব	অম্বল, জাম্বুরা
মোরব্বা	-	ব্ব	= ব+ব	আব্বা, জোব্বা

জন্য	-	ন্য = ন+য-ফলা (্য)	অন্য, বন্য
শক্ত	-	ক্ত = ক+ত	রক্ত , বক্তা (- ক্ত = অন্যভাবে লেখা হয় ক্ত)
জিনিসপত্র	-	ত্র = ত+র-ফলা (্র)	মাত্র, যাত্রা
বিক্রি	-	ক্র = ক+র-ফলা (্র)	বক্র, চক্র (- ক্র = অন্যভাবে লেখা হয় ক্র)

8. নতুন শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি

- (ক) পাকা শসার রং হলুদ ।
আকাশের রং ----- ।
- (খ) কয়েক জন মেয়ে ও ছেলে গান গাইছে আর নাচছে ।
----- ছেলেমেয়ে ----- আর ----- ।
- (গ) মেলায় অনেক খেলনা এসেছে ।
বাজারে অনেক ----- এসেছে ।





সবার সুখে

জসীমউদ্দীন

সবার সুখে হাসব আমি
কাঁদব সবার দুখে,
নিজের খাবার বিলিয়ে দেব
অনাহারীর মুখে।
আমার বাড়ির ফুল-বাগিচা,
ফুল সকলের হবে,
আমার ঘরে মাটির প্রদীপ
আলোক দিবে সবে।
আমার বাড়ি বাজবে বাঁশি,
সবার বাড়ির সুর,
আমার বাড়ি সবার বাড়ি
রইবে না ক দূর।

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্যগুলো পড়ি

অনাহারী - উপবাসী, যে খায়নি
বাগিচা - ছোট বাগান
প্রদীপ - বাতি

অনাহারীকে খাবার দাও।
বাগিচায় অনেক ফুল ফুটেছে।
সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বলাই।

২. যুক্তবর্ণ চিনে নিই

প্রদীপ - প্র = প+র-ফলা (৳) প্রথম, প্রিয়

৩. বিপরীত শব্দগুলো জানি

সুখে	-	দুখে
হাসব	-	কাঁদব
নিজের	-	পরের
আলো	-	অন্ধকার
দূর	-	নিকট

৪. পরের অংশের সঙ্গে মিলাই

সবার সুখে	বাজবে বাঁশি
নিজের খাবার	সবার বাড়ি
আমার বাড়ি	বিলিয়ে দেব
আমার বাড়ি	হাসব আমি



৫. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি



পিঁপড়ে ও ঘুঘু

ছোট্ট এক পিঁপড়ে একদিন খাবারের খোঁজে বনের পথে চলেছে। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ, লতাপাতা, ঘাস। তারই পাশ দিয়ে ছোট্ট পিঁপড়ে আস্তে আস্তে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে বেলা বাড়ে।

বনের ধারে বয়ে চলেছে একটি নদী। পিপাসায় কাতর ক্লান্ত পিঁপড়ে। ধীরে ধীরে সে নদীর পাড় বেয়ে নামতে শুরু করে। পানির কাছে সে পৌঁছেও যায়। সাবধানে পানির ধারে গিয়ে সে পানি খায়। নদীতে তখন অনেক ঢেউ।

পানি খেতে গিয়ে হঠাৎ ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে গেল ছোট্ট পিঁপড়ে। তীরে ওঠার অনেক চেষ্টা করল সে। কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারল না।

নদীর তীরে গাছের ডালে বসে ছিল এক ঘুঘু। ঘুঘু দেখল ছোট্ট পিঁপড়ে ভীষণ বিপদে পড়েছে। সে যে-কোনো সময় ডুবে যেতে পারে। কী করা যায়? চট করে ঘুঘুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে ঠোঁট দিয়ে গাছের একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলল দিল নদীর পানিতে।

পাতাটা পড়ল পিঁপড়ের সামনেই। সে শুনতে পেল ঘুঘু পাখিটা বলছে : ও ভাই পিঁপড়ে, শিগগির পাতার উপর ওঠ। নইলে ডুবে মরবে।

ছোট পিপড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সাতার কেটে পাতার উপর উঠে বসে। ঘুঘু তখন পাতাটা তার ঠোঁট দিয়ে ডাঙায় তুলে আনে। বেঁচে যায় ছোট পিপড়ে। তখন ঘুঘুকে তার মনে হয় সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

কয়েকদিন পরের কথা। বনে এক পাখিশিকারি এল পাখির খোঁজে। শিকারি ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ায় নদীর ধারে সেই গাছটির কাছে। ঘুঘু তখন ঐ গাছেরই এক ডালে বসে ছিল। শিকারি এদিক ওদিক তাকিয়ে গাছের ডালে বসা ঘুঘুটাকে দেখতে পায়। ঘুঘুকে তাক করে সে তার ধনুক তীর লাগায়।



ছোট পিপড়ে তখন গাছের নিচেই ছিল। শিকারি তার ধনুক থেকে যেই তীরটা ছুঁড়তে গেছে, অমনি পিপড়ে কুটুস করে তার পায়ে বসিয়ে দিল এক কামড়। শিকারির হাত গেল কেঁপে। উহ্! বলে সে মাটিতে বসে পড়ল। ততক্ষণে তীরটি নিশানা হারিয়ে অন্যদিকে ছুটে গেছে।

ঘুঘু শুনতে পেল ছোট পিপড়ে তার সরু গলায় চেঁচিয়ে বলছে : ভাই ঘুঘু, পালাও। নইলে তীর খেয়ে মরবে।

পিপড়ের কথা শুনে ঘুঘু ফুডুৎ করে উড়ে গেল। বসল অন্য গাছের ডালে।

শিকারি অসহায় চোখে কতক্ষণ এদিক সেদিক তাকাল। কিন্তু ঘুঘুটাকে দেখতে না পেয়ে আস্তে আস্তে বনের অন্যদিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ডাল থেকে মাটিতে ঘাসের উপর নেমে এল ঘুঘু। ডানা ঝাপটে সে ঘু-ঘু করে গান গেয়ে ওঠে।

পিঁপড়ে মনের খুশিতে নদীর ধারে গাছের নিচে ঘুরে ঘুরে নাচে। ঘুঘুও মনের আনন্দে এ ডাল থেকে ও ডালে উড়ে বেড়ায়।

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই

পাড়	-	কিনার	নদীর পাড়ে নৌকা বাঁধা।
তীর	-	কূল, নদীর পাড়	জেলেরা নদীর তীরে ঘর বেঁধেছে।
তীর	-	শর, বাণ	শিকারি তীর ছুঁড়ল। (একই শব্দের দুই অর্থ)
ধনুক	-	যা দিয়ে তীর নিষ্ক্ষেপ করা হয়	শিকারির হাতে ধনুক ছিল।
ভীষণ	-	খুব বেশি	তার মনে ভীষণ দুঃখ।
শিকারি	-	যে পশুপাখি শিকার করে	শিকারি হরিণ শিকার করেছে।

খোঁজ	-	সন্ধান	লোকটি পাখি খোঁজ করছে।
নিশানা	-	লক্ষ্য	তারা পথের নিশানা হারিয়েছিল।
আঁচ করল	-	আন্দাজ করল	মা ব্যাপারটা আঁচ করলেন।
ফুডুৎ	-	পাখি ওড়ার শব্দ	ছোট পাখি ফুডুৎ করে উড়ে গেল।
অসহায়	-	সহায়হীন	অন্ধ লোকটি খুবই অসহায় ।
সাবধান	-	সতর্ক	আমরা সাবধানে রাস্তা পার হই।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

আসেত	-	সত	= স+ত	অসত, সস্তা
ছোট্ট	-	ট্ট	= ট+ট	চট্টগ্রাম, ভুট্টা
ক্লান্ত	-	ক্ল	= ক+ল	ক্লাস, ক্লেদ
		ন্ত	= ন+ত	দন্ত, বসন্ত
ধাক্কা	-	ক্ক	= ক+ক	এক্কা, ছক্কা
বুন্দি	-	দ্ব	= দ+ধ	শুন্দি, যুন্দি
বন্ধু	-	ন্ব	= ন+ধ	অন্ব, গন্ব
ততক্ষণ	-	ক্ষ	= ক+ষ	ক্ষয়, ক্ষমা
অন্য	-	ন্য	= ন+য-ফলা (j)	বন্য, ধন্য

৩. উত্তর বলি ও লিখি

- (ক) ছোট পিপড়ে কীভাবে হাঁটে ?
(খ) কার পিপাসা পেয়েছিল ?
(গ) কোথায় নদী বয়ে চলেছে ?
(ঘ) পানির ধারে গিয়ে পিপড়ে কী করল ?



- (ঙ) পানি খেতে গিয়ে পিঁপড়ের কী হল ?
 (চ) কাকে পিঁপড়ের খুব ভালো বন্ধু মনে হয় ?
 (ছ) ঘুঘুকে দেখে শিকারি কী করল ?
 (জ) শিকারি তীর ছুঁড়তে গেলে পিঁপড়ে কী করল ?
 (ঝ) ঘাসের ওপর নেমে এসে ঘুঘু কী করে ?
 (ঞ) পিঁপড়ে কীভাবে নাচে ?
 (ট) মনের আনন্দে ঘুঘু কী করে ?

৪. বিপরীত শব্দ শিখি

ছোট	-	বড়	উপকার	-	অপকার
নামা	-	ওঠা	আনন্দ	-	দুঃখ
বন্ধু	-	শত্রু	অনেক	-	অল্প

৫. শব্দ নিয়ে খেলি এবং খালি জায়গায় শব্দ লিখে পড়ি

হাঁপাতে হাঁপাতে, হাঁটতে হাঁটতে, আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে, হাসতে হাসতে ।

ছোট পিঁপড়ে ----- হাঁটে । ----- বেলা বাড়ে ।

পিঁপড়ে ----- সঁতার কেটে পাতার ওপর উঠে বসে ।

পিঁপড়ে মনের খুশিতে নদীর ধারে গাছের নিচে ---- নাচে ।



কাজের লোক

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য



মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।

ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।



ছোট পাখি, ছোট পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি।
এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।



পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।
শীতের সঞ্চার চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন বাক্য গড়ি

মৌমাছি	- মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গ	মৌমাছি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়।
আহরণ	- যোগাড়	রান্নার জন্য কাঠ আহরণ করতে হবে।
কিচিমিচি	- পাখির ডাক	চডুই পাখি কিচিমিচি করছে।
কব	- বলব	আমি কথা কব না।
তৃণলতা	- ঘাস ও লতা	গরু তৃণলতা খায়।
বুনি	- বুনন করি	আমরা কাপড় বুনি।
পিপীলিকা	- পিঁপড়ে	পিপীলিকা সারিবেঁধে চলে।
দলবল	- দলের সবাই	আমরা দলবলে তোমার বাড়িতে যাব।
সঞ্চার	- সংগ্রহ	সে খাদ্য সঞ্চার করে।
পিলপিল	- পিঁপড়ের চলা	লাল পিঁপড়েগুলো পিলপিল করে চলেছে।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। আরও শব্দ জেনে নিই

তৃণ	- তৃ = ত+ঋ-কার (্)	তৃতীয়, তৃষ্ণা
সঞ্চার	- ঞ্চ = ঞ+চ	চঞ্চার, মঞ্চার (-ঞ = অন্যভাবে লেখা হয় ঞ্চ)
খাদ্য	- দ্য = দ+য-ফলা (ঙ)	অদ্য, গদ্য

৩. ঠিক উত্তর লিখি

- (ক) মৌমাছি কীভাবে যাচ্ছে ?
- (খ) মৌমাছি কী জন্য যাচ্ছে ?
- (গ) কিচিমিচি কে ডাকে ?
- (ঘ) পিপীলিকা কী খুঁজছে ?
- (ঙ) পিপীলিকা কীভাবে চলে ?
- (চ) কাজের লোক কে কে ?



৪. পরের অংশের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলাই

যাই মধু	আগে বুনি
আপনার বাসা	খুঁজিতেছি তাই
খাদ্য	আহরণে
ছাড়ি	একা



৫. আগের চরণটি বলি ও লিখি

দলবল ছাড়ি একা

কোথা যাও নাচি নাচি

৬. আরো যারা কাজ করে তাদের নাম জানি

বাবুই, জোনাকি, ভ্রমর।

৭. তিন জনে প্রশ্ন করি আর তিন জনে উত্তর দিই। এভাবে ছয় জনে পুরো কবিতাটি পড়ি।



দুখু মিয়ার জীবনকথা

নাম তাঁর দুখু মিয়া। তাঁর একটা ভালো নামও রয়েছে। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। তাঁরা তাঁকে আদর করে ডাকেন দুখু মিয়া। দুখু মিয়া ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন।

দুখু মিয়ার জীবনে দুঃখ ছিল অনেক। আট বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। তাঁকে নানা রকমের কাজ করতে হয়েছিল। কখনও তিনি মসজিদে ইমামতি করেন। কখনও তিনি আযান দেন। আবার কখনও তিনি মাদ্রাসার ওস্তাদ।

পরে দুখু মিয়া লেটোগানের দলে যোগ দেন। লেটোর দল গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ায়। দুখু মিয়া তাঁদের সঙ্গে যান। গান লেখেন আর গান করেন। এর কিছু দিন পর দুখু মিয়া স্কুলে ভর্তি হন। তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। এ জন্যে শিক্ষকগণ তাঁর খুব তারিফ করেন।

এর পর শুরু হয় মহাযুদ্ধ । দুখু মিয়া সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ।



দুখু মিয়ার আসল নাম কাজী নজরুল ইসলাম । তখন তিনি আঠার বছরের যুবক । নজরুল নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেন । অনেক ভাষা শেখেন । অবসর সময়ে এই সৈনিক কবিতা ও গল্প লিখতে শুরু করেন ।

যুদ্ধশেষে নজরুল সেনাবাহিনী ছেড়ে দেন । শুরু করেন লেখালেখি । পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হতে থাকে । তিনি লিখলেন কবিতার বই, গল্পের বই, নাটকের বই । বিদ্রোহী কবিতা লিখে তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত হন । অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখার জন্য নজরুল জেলখানায় বন্দী হন ।

নজরুল অনেক গানও রচনা করেন । তাঁর লেখা গজল গান সবার প্রিয় ।

নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় দেশকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। স্বাধীনতার কথা বলেছেন। গরিবদুঃখীদের দুঃখের কথা লিখেছেন। নজরুলের কবিতায় আছে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। ছোটদের জন্যও নজরুল লিখেছেন মজার মজার কবিতা ও নাটিকা।

নজরুল অনেক বড় কবি। সবার প্রিয় কবি। আমাদের জাতীয় কবি।

১৩৮৩ সনের ১২ই ভাদ্র নজরুলের মৃত্যু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তাঁর কবর রয়েছে।



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে রাখি। বাক্যগুলো পড়ি

ইমামতি	-	মসজিদে নামায পরিচালনা করা	মসজিদে ইমাম সাহেব ইমামতি পরিচালনা করেন।
ওস্তাদ	-	শিক্ষক	ছেলেবেলায় নজরুল মাদ্রাসার ওস্তাদ ছিলেন।
লেটো	-	এক প্রকার গ্রামীণ গান	দুখু মিয়া লেটো গান লেখেন ও গান করেন।

তারিফ	-	প্রশংসা	শিক্ষকগণ নজরুলের অনেক তারিফ করতেন।
মহাযুদ্ধ	-	যে যুদ্ধে অনেক দেশ অংশ নেয়।	মহাযুদ্ধে অনেক লোক মারা যায়।
সেনাবাহিনী	-	সৈন্যদের দল	নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।
সৈনিক	-	সেনাবিভাগের লোক, সিপাই	নজরুল এক জন সৈনিক ছিলেন।
বিদ্রোহী	-	যিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন।	নজরুল এক জন বিদ্রোহী কবি।
অত্যাচার	-	জুলুম	অত্যাচারের বিরুদ্ধে নজরুল কবিতা লেখেন।
বন্দী	-	জেলখানায় আটক ব্যক্তি, কয়েদি	ইংরেজ সরকার নজরুলকে জেলখানায় বন্দী করেন।
গজল	-	এক প্রকার গান	নজরুল গজল গান লিখে অনেক নাম করেন।
স্বাধীনতা	-	মুক্তি, অন্যের অধীনে না থাকা	স্বাধীনতার জন্য অনেকে জীবন দান করেন।
জাতীয়	-	জাতির নিজস্ব	শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

জ্যৈষ্ঠ	-	ষ্ঠ = ষ+ঠ	জ্যেষ্ঠ, ষষ্ঠ
জন্মগ্রহণ	-	ন্ম = ন+ম	আজন্ম, জন্মভূমি
	-	গ্র = গ+র-ফলা (্) অগ্র, গ্রহ	

মাদ্রাসা - **দ্র** = দ+র-ফলা (ـر)

ওস্তাদ - **স্ত** =

সজ্জা - **জা** = ঙ+গ

ভর্তি - **র্ত** = রেফ (ـر)+ত

শিক্ষক - **ক্ষ** = ক+ষ

বিরুদ্ধ - **দ্ব** = দ+ধ

গল্প - **ল্প** = ল+প

পত্রিকা - **ত্র** = ত+র-ফলা (ـر)

অন্যায় - **ন্য** = ন+য-ফলা (ـي)

অত্যাচার - **ত্য** = ত+য-ফলা (ـي)

মৃত্যু - **ত্ম** = ত+য-ফলা (ـي)+উ(ـو)

বন্দী - **ন্দ** = ন+দ

স্বাধীনতা - **স্ব** = স+ব

ভাদ্র - **দ্র** = দ+র-ফলা (ـر)

দরিদ্র, বিদ্রোহী

স+ত বসতা, সস্তা

বজা, অজা (- জা =

অন্যভাবে লেখা হয় জা)

গর্ত, কর্তা

কক্ষ, পক্ষ

যুদ্ধ, বন্ধ (- দ্ব =

অন্যভাবে লেখা হয় দ্ব)

অল্প, কল্পনা

ছাত্র, যাত্রী

কন্যা, বন্যা

সত্য, প্রত্যেক

প্রত্যুষ

আনন্দ, পছন্দ

স্বদেশ, স্বাদ

বিদ্রোহ, ভদ্র

৩. এককথায় বলি

(ক) যিনি মসজিদে আযান দেন

-

মুয়াযযিন

(খ) যিনি মসজিদে ইমামতি করেন

-

ইমাম

(গ) যিনি মাদ্রাসায় বা স্কুলে পড়ান

-

ওস্তাদ, শিক্ষক

(ঘ) যিনি কবিতা লেখেন

-

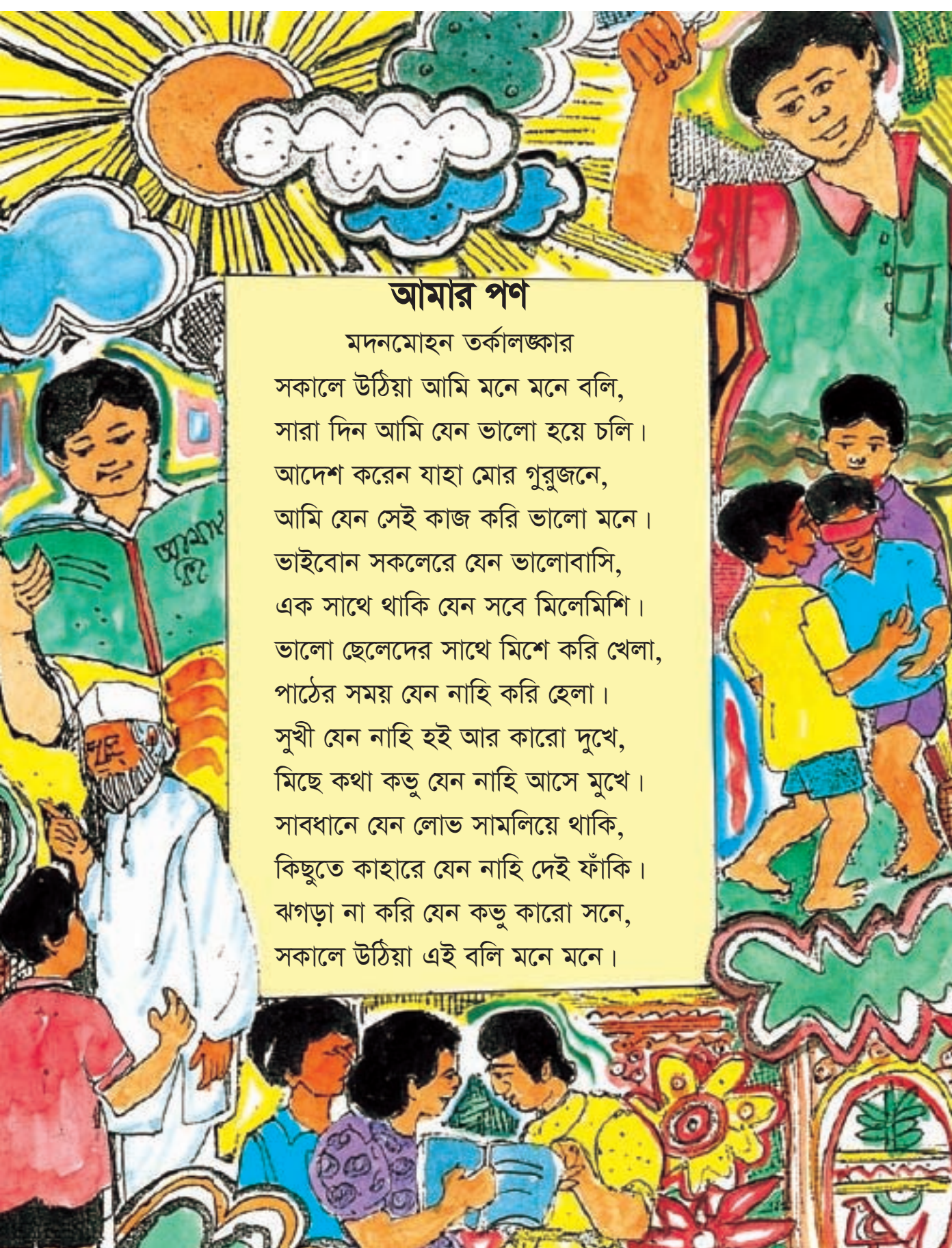
কবি

(ঙ) যিনি সেনাবিভাগে কাজ করেন	-	সৈনিক
(চ) সৈনিকদের দল	-	সেনাবাহিনী
(ছ) যিনি বিদ্রোহ করেন	-	বিদ্রোহী

৪. উত্তর বলি ও লিখি

- (ক) দুখু মিয়ার আসল নাম কী ?
- (খ) দুখু মিয়ার বাবা কখন মারা যান ?
- (গ) দুখু মিয়া মসজিদে কী কী কাজ করতেন ?
- (ঘ) লেটো গানের দলে দুখুর কী কাজ ছিল ?
- (ঙ) স্কুলের শিক্ষকগণ তাঁর তারিফ করতেন কেন ?
- (চ) কে বিদ্রোহী কবি ?
- (ছ) অবসর সময়ে নজরুল কী করতেন ?
- (জ) নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় কেন ?
- (ঝ) নজরুল ইসলাম কেন বন্দী হন ?
- (ঞ) নজরুল তাঁর কবিতায় কী কথা বলেছেন ?
- (ট) নজরুল ছোটদের জন্য কী লিখেছেন ?
- (ঠ) নজরুল ইসলামের কবর কোথায় ?





আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি ।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে ।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি ।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা ।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে ।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি ।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে ।

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন কথা সাজাই

মোর	–	আমার	আজ মোর অনেক কাজ ।
পাঠ	–	পড়া	পাঠ শেষ করে খেলতে যাব ।
হেলা	–	অবহেলা	কাউকে হেলা করো না ।
আদেশ	–	হুকুম	আপনার আদেশ আমি পালন করব ।
ফাঁকি	–	ধোঁকা	আমি কাউকে ফাঁকি দেব না ।
সনে	–	সজো	আমি তোমার সনে কথা বলব ।
কভু	–	কখনও	কভু মিছে কথা বলব না ।

২. মুখে মুখে উত্তর দিই

- (ক) সকালে উঠে আমি মনে মনে কী বলি ?
- (খ) কারা গুরুজন ?
- (গ) এক সজো কারা মিলেমিশে থাকবে ?
- (ঘ) পাঠের সময় কী করা উচিত ?
- (ঙ) কাদের সজো মিশতে হবে এবং খেলতে হবে ?
- (চ) অন্যের দুঃখে কী হতে হবে ?
- (ছ) কী সামলিয়ে রাখতে হবে ?

৩. গুরুজনদের জেনে নিই

মা, বাবা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, চাচা, চাচি, মামা, মামি, ফুফু, ফুফা, খালা, খালু, বড় ভাই, বড় বোন, শিক্ষক ।

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই

সকাল	–	বিকাল
ভালো	–	মন্দ
সুখী	–	দুঃখী
মিথ্যা	–	সত্য

৫. পরের চরণটি লিখি

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,

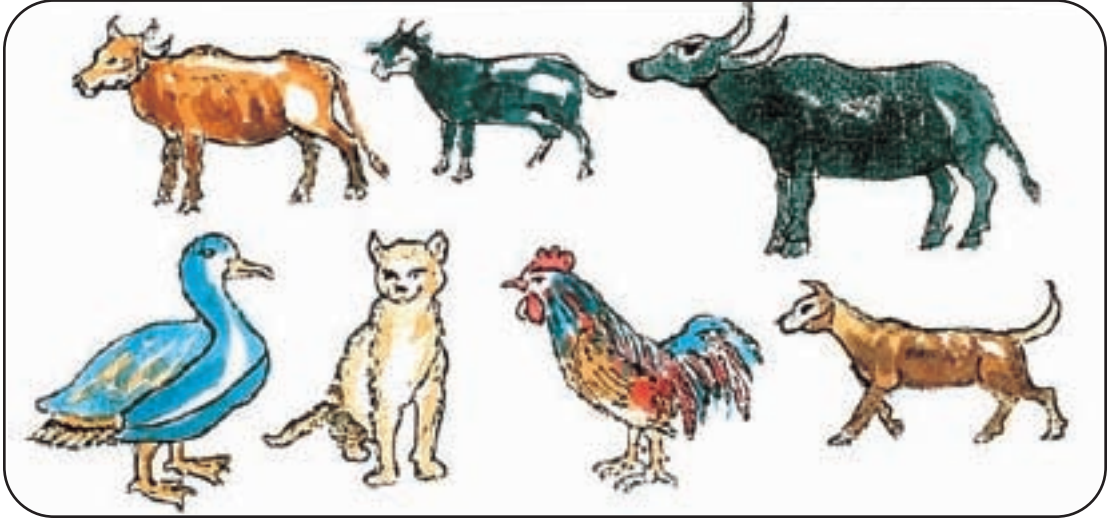
.....

সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,

.....

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি।





পোষা প্রাণীর জগতে

মামার বন্ধু হামিদ সাহেব গ্রামে থাকেন। তাঁর খামারে অনেক পশুপাখি আছে। মামা একদিন আমাদের বললেন – চল, আমরা হামিদ সাহেবের খামার দেখে আসি। আমরা আনন্দে নেচে উঠলাম। এক ছুটির দিনে মামা খামার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা ছিলাম চার জন – আমার বোন শানু, পাশের বাড়ির সালমা ও আতিক এবং আমি। হামিদ সাহেবকে দেখে আমরা সালাম দিলাম। তিনিও আমাদের সালাম দিলেন। আমাদের দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা খামার দেখতে বেরুলাম।

দেখলাম নানা রঙের গরু। কোনোটা সাদা, কোনোটা কালো আর কোনোটা লালচে। কয়েকটি গরু কী যেন খাচ্ছে। মাঝে মাঝে লেজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। সালমা জিজ্ঞেস করল – ওরা কী খায় ?

হামিদ : এরা ঘাস, খড় ও ভূষি খায়।

কয়েকটি গরু কিছু খাচ্ছে না, কিন্তু বসে বসে কিছু চিবুচ্ছে। শানু জানতে চাইল গরুগুলো কী চিবুচ্ছে।

হামিদ : ওরা খাবার প্রথমে না চিবিয়ে গিলে ফেলে। সেগুলো পেটের ভেতরে জমিয়ে রাখে। পরে এরা তা মুখে এনে চিবিয়ে খায়। এর নাম জাবর কাটা।

হামিদ সাহেব জানালেন, খামারের গরুগুলো অনেক দুধ দেয়। শানু জিজ্ঞেস করল, আপনি এত দুধ কী করেন? হামিদ সাহেব বললেন – কিছু দুধ আমি খাই, বাকি দুধ বাজারে বিক্রি করে দিই।

হামিদ সাহেব বললেন, গরু আমাদের অনেক কাজে লাগে। এরা লাঙল টানে, খেতে মই টানে, ধান মাড়াই করে। আর তেলের ঘানি টানে।

মামা বললেন, গরু আমাদের আরো উপকার করে। গরুর চামড়া দিয়ে জুতা, ব্যাগ এবং আরো অনেক কিছু তৈরি হয়।



গরুর ঘরের পাশেই ছাগলের ঘর। অনেক ছাগল সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, ছোট্টাছুটি করছে। এরাও নানা রঙের – সাদা, কালো আর লালচে। হামিদ সাহেব বললেন, এরা ঘাস, গাছের পাতা আর ভুঁষি খায়। ছাগলের দুধ আমরা খাই। এদের চামড়া দিয়েও অনেক কিছু তৈরি হয়।

ছাগলের ঘরের কাছেই দেখলাম ঘন কালো রঙের দুটি প্রাণী ঘাস খাচ্ছে। দেখতে গরুর মতো হলেও অনেক বড়। এদের মাথায় বেশ বড় বড় দুটি শিং।

হামিদ সাহেব বললেন, এরা মহিষ। গরুর মতোই নিরীহ পশু। এই মহিষ দুটি আমার গাড়ি টানে। এদের গায়ে বেশ জোর আছে।

মামা বললেন, গরুর মতো এরাও আমাদের দুধ দেয়।



কিছু দূরে দেখলাম আরেকটি লম্বা ঘর। সেখান থেকে ভেসে আসছে অনেক মুরগির ডাক। হামিদ সাহেব বললেন, এটা আমার মুরগির খামার। হামিদ সাহেবকে দেখে মুরগিগুলো কুক্-কু-রু কুক্-কু-রু করে ডাকল। মনে হয়, হামিদ সাহেবকে এরা চেনে। হামিদ সাহেব বললেন, এদের ভালো খাবার দিলে অনেক ডিম দেয়।

মুরগির ঘরের পাশে ঘেরাও দেওয়া ছোট একটি পুকুরে সাদা সাদা হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। হাঁস দেখতে কী সুন্দর !

হামিদ সাহেবের সজ্জা এবার তাঁর বাড়িতে ফিরে এলাম। তিনি বললেন- গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি গৃহপালিত জীব। এসব প্রাণী আমাদের অনেক উপকার করে। সকলের উচিত এদের ভালোবাসা ও যত্ন নেওয়া।

এমন সময় মিয়াঁও মিয়াঁও শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি ঘরের এক কোণে বসে আছে একটি বিড়াল। বিড়ালের তুলতুলে নরম গা। শানু ছুটে গেল বিড়ালটাকে ধরতে। বিড়ালটি অমনি লাফ দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। হামিদ সাহেব বললেন, বিড়ালটি আমার অনেক উপকার করে। বিড়াল ইঁদুর ধরে। বিড়ালের ভয়ে সব ইঁদুর পালিয়ে গেছে।

বাইরে কাকের কা-কা ডাক শোনা গেল। কোথা থেকে একটা কুকুর এসে কাকের পেছনে ছুটতে লাগল। হামিদ সাহেব বললেন, এটা আমার পোষা কুকুর। দিনরাত সে পাহারা দেয়। শেয়াল মুরগি চুরি করতে এলে কুকুর তাকে তাড়া করে।

আমাদের ঘরে ফেরার সময় হয়ে এল। হামিদ সাহেবকে সালাম দিয়ে আমরা বাড়ির পথে রওয়ানা হলাম।



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই। নতুন শব্দ দিয়ে কথা সাজাই

খামার	- গরু, ছাগল, মুরগি	সেলিম সাহেবের খামারটি ইত্যাদি প্রাণী যেখানে খুব বড়। পালন করা হয়।
নিরীহ	- শান্ত	গরু নিরীহ প্রাণী।
খড়	- শুকনো ঘাস	পাখির মুখে এক টুকরো খড় দেখা যাচ্ছে।
লালচে	- লাল রঙের ভাব	রোদে তার মুখ লালচে দেখাচ্ছে।
গৃহপালিত	- ঘরে পোষা	বিড়াল গৃহপালিত প্রাণী।
তুলতুলে	- খুব নরম	বিড়াল-ছানাটির গা তুলতুলে।
পাহারা দেওয়া	- দেখাশোনা করা	দারোয়ান ভাই আমাদের বাড়ি পাহারা দেন।

২. উত্তর বলি ও লিখি

- খামারটি কার ?
- খামারে কে কে গেল ?
- গরু কী কী খায় ?
- জাবর কাটা কী ?
- ছাগল কী খায় ?
- খামারের গরু-ছাগলের রং কী কী ?



(ছ) মহিষ কোন কাজে লাগে ?

(জ) হাঁসগুলোর রং কেমন ?

(ঝ) হামিদ সাহেবের খামারে কোন কোন প্রাণী আছে ?

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে রাখি

প্রাণী	-	প্র	=	প+র-ফলা (্র)	প্রকার, প্রভাত
বন্ধু	-	ব্ধ	=	ব+ধ	গন্ধ, বন্ধ
					(-ব্ধ = অন্যভাবে লেখা হয় ব্ধ)
ঘণ্টা	-	ণ্ট	=	ণ+ট	বণ্টন, কণ্টক
হাস্য	-	ষ্য	=	ম+ব	কষ্মল, সষ্মল
তাড়াচ্ছে	-	চ্ছ	=	চ+ছ	দিচ্ছে, নিচ্ছে
বেড়াচ্ছে					
লাফাচ্ছে					
জিজ্ঞেস	-	জ্ঞ	=	জ+ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান
বিক্রি	-	ক্র	=	ক+র-ফলা (্র)	ক্রম, বিক্রয়
					(- ক্র = অন্যভাবে লেখা হয় ক্র)
ব্যাগ	-	ব্য	=	ব+য-ফলা (য়)	ব্যথা, ব্যায়াম
যাত্রী	-	ত্র	=	ত+র-ফলা (্র)	ছাত্রী, রাত্রি
গৃহপালিত	-	গৃ	=	গ+ঋ-কার (্র)	গৃহ, গৃহস্থ
শব্দ	-	ব্দ	=	ব+দ	অব্দ, জব্দ

৪. হামিদ সাহেবের খামারে যে প্রাণীগুলো নেই সেগুলো বের করি

গরু, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, মহিষ, মুরগি, খরগোস, হরিণ

৫. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই

বন্ধু	-	শত্রু	গ্রাম	-	শহর
আনন্দ	-	বেদনা	লম্বা	-	খাটো
উপকার	-	অপকার	তুলতুলে	-	খসখসে

৬. যতিচিহ্নগুলো দেখে নিই

- দাঁড়ি (।) - আমাদের দেখে হামিদ সাহেব খুব খুশি হলেন।
কমা (,) - এরা লাঙল টানে, খেতে মই টানে, ধান মাড়াই করে।
প্রশ্ন চিহ্ন (?) - আপনি দুধ কী করেন ?

৭. গরুর উপকার বিষয়ে তিনটি বাক্য লিখি



ট্রেন

শামসুর রাহমান

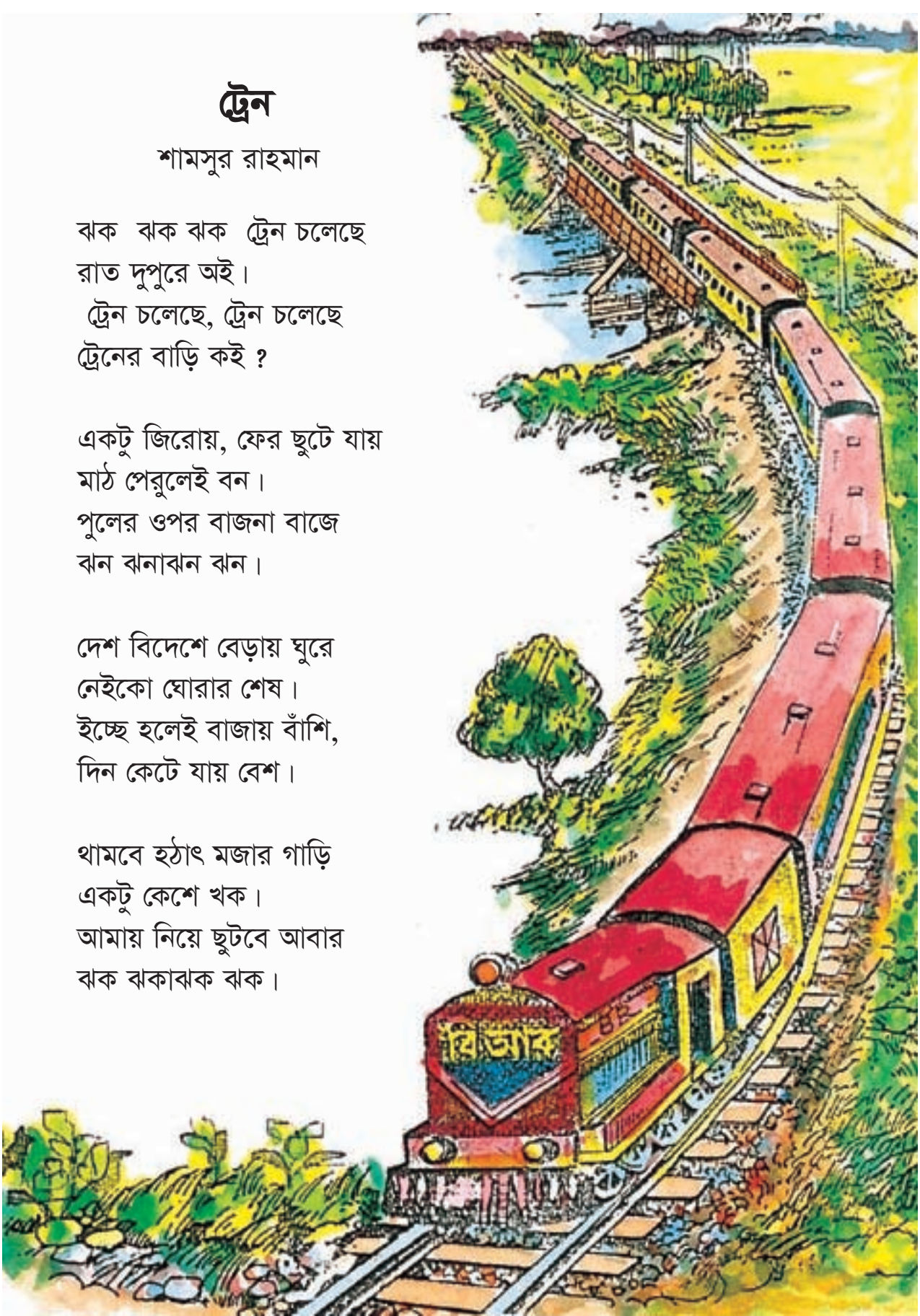
ঝক ঝক ঝক ট্রেন চলেছে
রাত দুপুরে অই।

ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে
ট্রেনের বাড়ি কই ?

একটু জিরোয়, ফের ছুটে যায়
মাঠ পেরুলেই বন।
পুলের ওপর বাজনা বাজে
ঝন ঝনাঝন ঝন।

দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে
নেইকো ঘোরার শেষ।
ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি,
দিন কেটে যায় বেশ।

থামবে হঠাৎ মজার গাড়ি
একটু কেশে থক।
আমায় নিয়ে ছুটবে আবার
ঝক ঝকাঝক ঝক।



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই

রাত দুপুর	- মাঝ রাত	রাত দুপুরে শেয়ালগুলো ডাকছে।
জিরোয়	- বিশ্রাম নেয়	সে গাছের নিচে জিরোয়।
ফের	- আবার।	ফের এ কাজটি করো না।
পেরুলেই	- পার হলেই।	মাঠ পেরুলেই বন।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

ট্রেন	- ট্র	= ট+র-ফলা (r)	ট্রাক, ট্রাম
ইচ্ছে	- চ্ছ	= চ+ছ	আচ্ছা, যাচ্ছি
অই	- ঐ	= অ+ই	ঐখানে, ঐরাবত

৩. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

ট্রেন শব্দ করে চলে। - ঝকঝক/ঝিকঝিক
ট্রেন চলেছে । - দিন দুপুরে / রাত দুপুরে
মাঠ পার হলেই । - বন/বিল
পুলের ওপর ট্রেন শব্দ করে। - ঝনাঝন/ঝমাঝম

৪. পরের চরণটি মুখে বলি ও শিখি

- (ক) ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি,
-।
(খ) থামবে হঠাৎ মজার গাড়ি
-।



৫. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই

রাত - দিন
দেশ - বিদেশ
শেষ - শুরু
থামা - চলা

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি

- (ক) চলার সময় ট্রেন কেমন শব্দ করে ?
- (খ) পুলের ওপর ট্রেন কেমন বাজনা বাজায় ?
- (গ) ট্রেন কোথায় ঘুরে বেড়ায় ?
- (ঘ) ইচ্ছে হলে ট্রেন কী করে ?
- (ঙ) ট্রেন কেমন শব্দ করে থামে ?





একুশে ফেব্রুয়ারি

শিক্ষক : বল তো আজ কত তারিখ ?

শিরিন : আজ বিশে ফেব্রুয়ারি ।

শিক্ষক : আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি । কাল আমাদের স্কুল ছুটি ।
এই দিনটি শহীদ দিবস ।

রশিদ : শহীদ দিবস কেন বলা হয় স্যার ?

শিক্ষক : বলছি । তার আগে বল তো শহীদ অর্থ কী?

শিরিন : জানি না স্যার ।

শিক্ষক : যাঁরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন দেন, তাঁদের শহীদ বলা হয় ।
একুশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবন
দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের স্মরণে আমরা শহীদ
দিবস পালন করি ।

প্রতিভা : স্যার, আমরা শহীদ দিবস সম্পর্কে জানতে চাই।

শিক্ষক : শোন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে আমাদের দেশ পাকিস্তানের একটি অংশ ছিল। নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তোমরা জান তো আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ?

টমাস : আমরা জানি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

শিক্ষক : শুধু মাতৃভাষা নয়, আমাদের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। কিন্তু পাকিস্তান আমলে শাসকেরা বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেয়।

রশিদ : তারপর স্যার ?

শিক্ষক : বাঙালিরা এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। তারা সভা করে, মিছিল করে। ঠিক হয়, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে প্রতিবাদ সভা আর মিছিল হবে। সরকার সে দিন মিছিল ও সভা করা বেআইনি ঘোষণা করে।

শামীম : সে দিন কি স্যার মিছিল সভা হয়নি ?

শিক্ষক : হয়েছিল। সভার শেষে মিছিল করে ছাত্র-জনতা রাস্তায় বের হয়। তখন পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালায়।

শিলু বড়ুয়া : তারপর কী হল স্যার ?

শিক্ষক : সে দিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রফিক, জব্বার, বরকত এবং আহত হন সালাম। পরের দিন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর। আহত সালাম পরে মৃত্যুবরণ করেন। এঁরা সবাই মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন। এঁরা শহীদ।



শফিউর রহমান



জব্বার



আবুল বরকত



রফিক উদ্দীন

- শিরিন : স্যার, এ জন্যই বুঝি একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ?
- শিক্ষক : ঠিক বলেছ। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস। সে দিন আমরা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করি। শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দিই। এসো আমরা বলি – শহীদস্মৃতি অমর হোক।
- প্রছাত্রীর : শহীদস্মৃতি অমর হোক।

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন বাক্য সাজাই

- শহীদ – ন্যায় ও সত্যের
জন্য যারা
জীবন দেন
- দিবস – দিন
- শহীদ দিবস – শহীদদের স্মরণে
যে দিবস
পালিত হয়।
- আমরা শহীদদের সম্মান করি।
- শহীদ দিবসে আমরা
শহীদ মিনারে ফুল দিই।
- একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ
দিবস।

ন্যায়	- নীতি, সত্য	ন্যায়ের জন্য লড়ব।
স্মরণ	- স্মৃতি, মনে করা	আমরা শহীদদের স্মরণে এ সভা করছি।
মাতৃভাষা	- মায়ের মুখের ভাষা	বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।
রাষ্ট্রভাষা	- যে ভাষা দিয়ে রাষ্ট্রের কাজকর্ম চলে	বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা।
ঘোষণা	- উচ্চ শব্দ করে জানানো	আগামীকাল ছুটির ঘোষণা হল।
বেআইনি	- আইন বিরোধী	কখনো বেআইনি কাজ করব না।
মিছিল	- কোনো উদ্দেশ্যে বহু মানুষের	একদল মানুষ মিছিল করে যাচ্ছে। এক সাথে যাত্রা
প্রতিবাদ	- বিরুদ্ধে বলা	আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করছি।
আন্দোলন	- কোনো কিছুর দাবিতে প্রতিবাদ করা	বাংলাদেশের মানুষ বাংলাভাষার জন্য আন্দোলন করেছে।
অমর	- মৃত্যুহীন	শহীদগণ অমর।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে রাখি

ফেব্রুয়ারি	- ব্র =	ব+র-ফলা (৷)	ব্রত, ব্রতী
ন্যায়	- ন্য =	ন+য-ফলা (ঈ)	অন্যায়, ধন্যবাদ
সত্য	- ত্য =	ত+য-ফলা (ঈ)	অত্যাচার, অত্যন্ত
স্মরণ	- স্ম =	স+ম	বিস্ময়, স্মৃতি
পূর্ব	- বর্ =	রেফ (')+ব	সর্ব, গর্ব

পাকিস্তান	-	সত	=	স+ত	মসত, রাস্তা
মাতৃভাষা	-	তৃ	=	ত+ঋ-কার (২)	তৃণ, তৃপ্তি
প্রতিবাদ	-	প্র	=	প+র-ফলা (২)	প্রতিদিন, প্রত্যহ
রাষ্ট্রভাষা	-	ষ্ট্র	=	ষ+ট+র-ফলা (২)	উষ্ট্র, লোষ্ট্র
আন্দোলন	-	ন্দ	=	ন+দ	বন্দী, আনন্দ
জব্বার	-	ব্ব	=	ব+ব	আব্বা, মুরুব্বি

৩. বিপরীতশব্দ জেনে নিই

ন্যায়	-	অন্যায়
সত্য	-	মিথ্যা
জীবন	-	মরণ



৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

- একুশে ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন কেন ?
- শহীদ কথাটির অর্থ কী ?
- কাদের মাতৃভাষা বাংলা ?
- কাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ?
- পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কেন প্রতিবাদ করল ?
- কারা একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ হন ?

৫. বাংলা ভাষার জন্য যঁারা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের নাম জেনে নিই

রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালাম

৬. বাক্যে ঠিক শব্দ বসাই

- (ক) যাঁরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য ----- দেন তাঁদের শহীদ বলে ।
(খ) বাংলা আমাদের ----- ।
(গ) একুশে ফেব্রুয়ারিকে ----- দিবস বলা হয় ।
(ঘ) আমরা ----- দিয়ে শহীদদের স্মরণ করি ।



আমাদের ছোট নদী

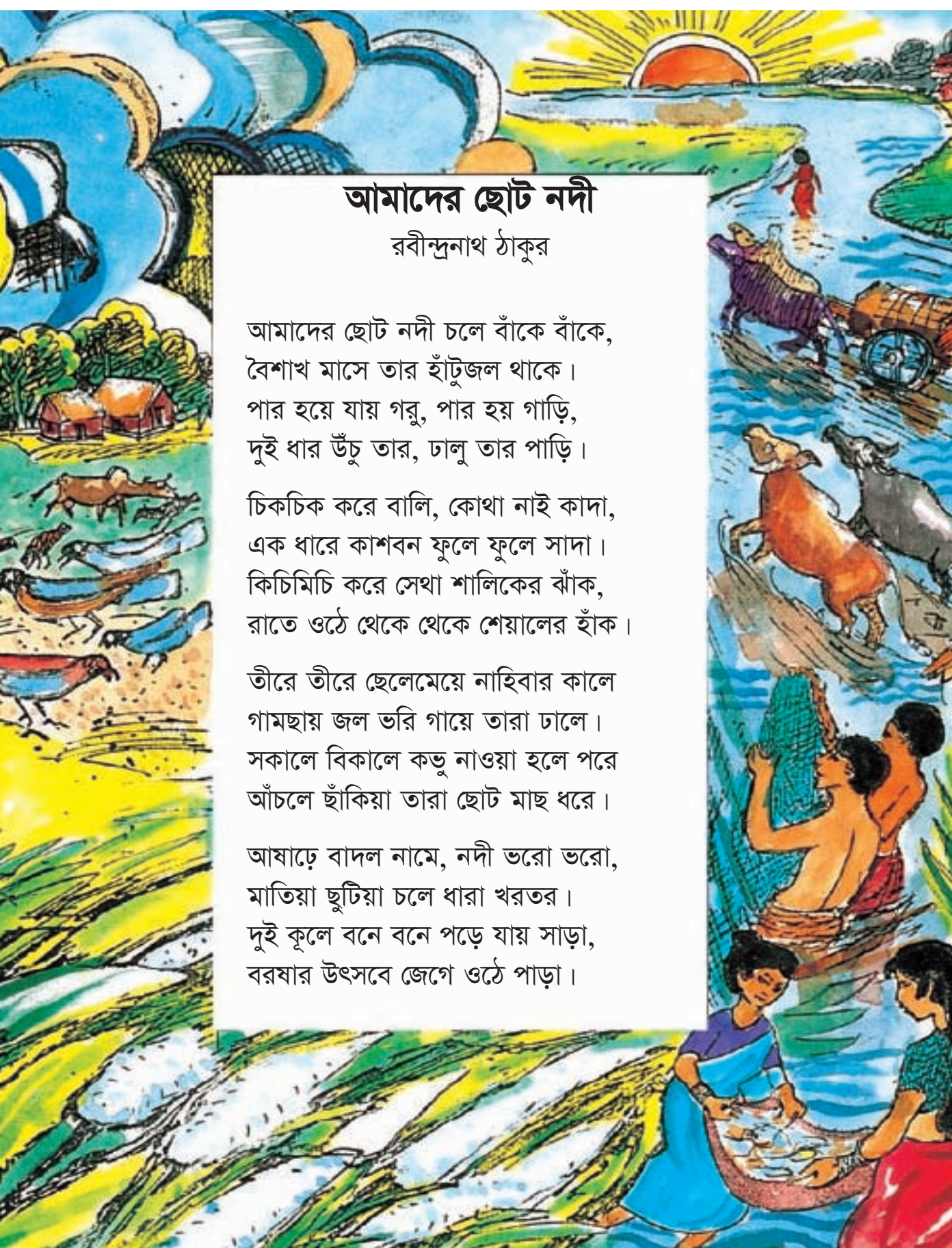
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে হাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন বাক্য লিখি

বাঁকে বাঁকে	-	এঁকে বেঁকে	খালটি বাঁকে বাঁকে চলে।
হাঁটুজল	-	হাঁটু সমান পানি	পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে, এখন পুকুরে হাঁটুজল হয়েছে।
চিকচিক	-	উজ্জ্বল	রোদে বালি চিকচিক করছে।
ঝাঁক	-	দল	এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।
হাঁক	-	ডাক	জোরে হাঁক দাও।
নাওয়া	-	গোসল	তোমার এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি ?
বাদল	-	বৃষ্টি	জোরে বাদল নেমেছে।
ধারা	-	স্রোত	বৃষ্টির ধারায় সব ভেসে গেছে।
খরতর	-	প্রবল	খরতর বেগে নৌকা চলছে।
ভরো ভরো	-	প্রায় ভরা	এই বর্ষায় নদী ভরো ভরো হয়েছে।
কূল	-	নদীর তীর	নদীর কূলে নৌকা ভিড়াও।
সাড়া	-	শোরগোল, আওয়াজ	তোমার সাড়া পেয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।
উৎসব	-	আনন্দের অনুষ্ঠান	বড় আপার বিয়ের উৎসবে খুব আনন্দ হল।

২. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

(ক) ছোট নদী কীভাবে চলে ?

(খ) বৈশাখ মাসে ছোট নদীর পানি কতটুকু থাকে ?

- (গ) নদীর দুই ধার কেমন ?
 (ঘ) কাশফুলের রং কী ?
 (ঙ) কখন শোয়ালের হাঁক শোনা যায় ?
 (চ) কীভাবে ছেলেমেয়ে মাছ ধরে ?
 (ছ) কখন নদী ভরে যায় ?



৩. ঠিক শব্দ বসিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| (ক) শালিকের ঝাঁক ----- করে । | চিকচিক |
| (খ) বনে বনে পড়ে যায় ----- । | গরু |
| (গ) পার হয়ে যায় ----- । | কিচিমিচি |
| (ঘ) কাশবন ফুলে ফুলে ----- । | সাড়া |
| (ঙ) বালি ----- করে । | সাদা ঝিকঝিক |

৪. পরের চরণটি বলি

পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি ।

দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,

৫. যে সব শব্দ দু বার রয়েছে সেগুলো জেনে নিই

বাঁকে বাঁকে, ফুলে ফুলে, থেকে থেকে, তীরে তীরে,
 ভরো ভরো, বনে বনে ।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি





দিন সপ্তাহ মাস বছর

ওপরে আমরা দুটি ছবি দেখছি। বাম দিকের ছবিটি দিনের বেলায়। ডান দিকের ছবিটি রাতের।

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে আর পশ্চিম দিকে ডুবে যায়। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় দিন। সূর্য যখন ওঠে, তখন হয় সকাল। সূর্য যখন মাথার ওপরে থাকে, তখন দুপুর। সূর্য পশ্চিম দিকে গেলে বিকাল হয়। সূর্য যখন ডোবে, তখন হয় সন্ধ্যা।

রাতের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি চাঁদ উঠেছে। আকাশে অনেক তারা। সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত সময় হল রাত। মোট চব্বিশ ঘণ্টায় হয় এক দিন এক রাত। সহজ করে বলি, চব্বিশ ঘণ্টায় হয় এক দিন।

সাত দিন আর সাত রাত মিলে হয় এক সপ্তাহ। সহজ করে আমরা বলি, সাত দিনে এক সপ্তাহ। এই সাতটি দিনের সাতটি নাম রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিনের নাম শনিবার। বাকি ছয় দিনের নাম রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার,

বুধবার, বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার। শুক্রবার ছুটির দিন। সারা বছর আরো অনেক ছুটির দিন রয়েছে। যেমন পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস (ছাৰ্বিশে মাৰ্চ), বিজয় দিবস (ষোলই ডিসেম্বর)। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালে দেখবে, বছরের সব ছুটির দিন লাল কালিতে ছাপা হয়েছে।



১৪০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ.	শুক্র
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১

পনের দিনে হয় এক পক্ষ। ত্রিশ দিনে এক মাস। বার মাসে হয় এক বছর। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ। বাকি মাসগুলোর নাম জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনে হয় না। কোনো কোনো মাস একত্রিশ দিনেও হয়। আবার কোনো সময় বত্রিশ দিনেও এক মাস হয়।



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন বাক্য গড়ি

অস্ত	- ডুবে যাওয়া	সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
সন্ধ্যা	- সাঁঝ	সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বলে।
সপ্তাহ	- সাত দিন	আমাদের স্কুল এক সপ্তাহ ছুটি।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

সপ্তাহ	- প্ত	= প+ত	গুপ্ত, রপ্ত
দ্বিতীয়	- দ্ব	= দ+ব-ফলা	দ্বীপ, দ্বার
সূর্য	- র্য	= রেফ (´)+য	কার্য, ধার্য
পশ্চিম	- শ্চ	= শ+চ	নিশ্চয়, পশ্চাৎ
সন্ধ্যা	- ন্ধ	= ন+ধ	অন্ধ, বন্ধন (- ন্ধ = অন্যভাবে লেখা হয় নধ)
চব্বিশ	- ব্ব	= ব+ব	আব্বা, মোরব্বা
ঘণ্টা	- ণ্ট	= ণ+ট	বণ্টন, কণ্টক
মজ্জালবার	- জ্জ	= ঙ+গ	জজ্জাল, সজ্জী (- জ্জ = অন্যভাবে লেখা হয় জা)
বৃহস্পতিবার	- স্প	= স+প	স্পর্শ, স্পর্ষ
শুক্রবার	- ক্র	= ক+র-ফলা (৷)	চক্র, বক্র (- ক্র = অন্যভাবে লেখা হয় ক্র)
পক্ষ	- ক্ষ	= ক+ষ	দক্ষ, বক্ষ

উনত্রিশ একত্রিশ চৈত্র	-	ত্র	=	ত+র-ফলা (৫)	ছাত্রী, রাত্রি
জ্যৈষ্ঠ	-	ষ্ঠ	=	ষ+ঠ	ওষ্ঠ, কাষ্ঠ
শ্রাবণ	-	শ্র	=	শ+র-ফলা (৫)	শ্রেণী, শ্রবণ
ভাদ্র	-	দ্র	=	দ+র-ফলা (৫)	ভদ্র, বিদ্রোহ
আশ্বিন	-	শ্ব	=	শ+ব-ফলা	অশ্ব, বিশ্বাস
কার্তিক	-	র্ত	=	রেফ (´)+ত	গর্ত, শর্ত
অগ্রহায়ণ	-	গ্র	=	গ+র-ফলা (৫)	গ্রহ, গ্রাম
ফাল্গুন	-	ল্ল	=	ল+গ	বল্লা, ফল্লু

৩. জেনে রাখি

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়	-	দিন
সন্ধ্যা থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত সময়	-	রাত
সূর্য যখন ওঠে তখন	-	সকাল
সূর্য মাথার ওপরে থাকলে	-	দুপুর
সূর্য পশ্চিম দিকে গেলে	-	বিকাল
চব্বিশ ঘণ্টায়	-	এক দিন এক রাত
সাত দিনে	-	এক সপ্তাহ
পনের দিনে	-	এক পক্ষ
ত্রিশ দিনে	-	এক মাস
বার মাসে	-	এক বছর

৪. সপ্তাহের দিনগুলোর নাম বলি

শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

৫. বাংলা সনের মাসগুলোর নাম বলি

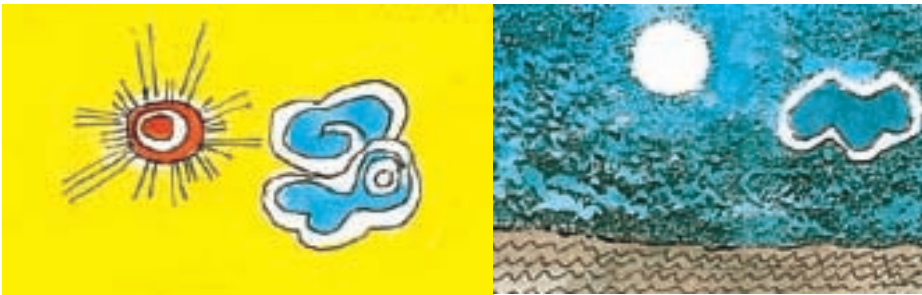
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ,
পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র

৬. শূন্যস্থান পূরণ করি

চব্বিশ ঘণ্টায় হয়	-----
সাত দিনে হয়	-----
পনের দিনে হয়	-----
ত্রিশ দিনে হয়	-----
বার মাসে হয়	-----

৭. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

- (ক) সূর্য কোন দিকে ওঠে আর কোন দিকে অস্ত যায় ?
- (খ) কখন দুপুর হয় ?
- (গ) চাঁদ ও তারা কখন দেখা যায় ?
- (ঘ) কয় দিনে এক সপ্তাহ হয় ?
- (ঙ) কত দিনে এক পক্ষ ?
- (চ) এক মাসে কত দিন ?





আমাদের এই বাংলাদেশ

সৈয়দ শামসুল হক

সূর্য ওঠার পূর্বদেশ

বাংলাদেশ।

আমার প্রিয় আপন দেশ

বাংলাদেশ।

আমাদের এই বাংলাদেশ।

কবির দেশ বীরের দেশ

আমার দেশ স্বাধীন দেশ

বাংলাদেশ।

ধানের দেশ গানের দেশ

তেরোশত নদীর দেশ

বাংলাদেশ।

আমার ভাষা বাংলা ভাষা

মা শেখালেন মাতৃভাষা

মিষ্টি বেশ।

মনের ভাষা জনের ভাষা

এই ভাষাতে ভালোবাসা

মায়ের দেশ।

বাংলাদেশ

আমাদের এই বাংলাদেশ।

[সংক্ষেপিত]

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই ও নতুন বাক্য তৈরি করি

পূর্বদেশ	-	পূর্ব দিকে আছে এমন দেশ।	পূর্ব দেশে সূর্য ওঠে।
প্রিয়	-	পছন্দ করা হয় এমন।	এটি আমার প্রিয় বই।
আপন	-	নিজ।	আমার আপন বাড়িতে থাকি।
কবি	-	যিনি কবিতা লেখেন।	নজরুল আমাদের জাতীয় কবি।
বীর	-	বলবান ও সাহসী।	এ দেশ বীরের দেশ।
স্বাধীন	-	মুক্ত।	আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

সূর্য	-	র্য	=	রেফ (') + য	কার্য, ধৈর্য
পূর্ব	-	র্ব	=	রেফ (') + ব	গর্ব, সর্ব
প্রিয়	-	প্র	=	প + র-ফলা (্র)	প্রথম, প্রচার
স্বাধীন	-	স্ব	=	স + ব-ফলা	স্বর, স্বদেশ
মাতৃভাষা	-	তৃ	=	ত + ঋ-কার (্র)	তৃণ, তৃষ্ণা
মিষ্টি	-	ষ্টি	=	ষ + ট	কষ্ট, চেষ্টা

৩. মুখে মুখে উত্তর দিই

- সূর্য ওঠার পূর্বদেশ কোনটি?
- কোন দেশ বীরের দেশ?
- কোন দেশ নদীর দেশ?
- কে মাতৃভাষা শেখালেন?
- আমাদের মায়ের দেশ কোনটি?

৪. পরের লাইনটি বলি

(ক) আমার প্রিয় আপন দেশ

(খ) ধানের দেশ গানের দেশ

(গ) মনের ভাষা জনের ভাষা

৫. কবিতাটি সবাই মিলে পড়ি ও লিখি

কবির পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হকের জন্ম ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কুড়িগ্রামে। তিনি কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাহিত্য সাধন-
ার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু
পুরস্কার পেয়েছেন। শিশু-কিশোরদের জন্যে তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে
উল্লেখযোগ্য ‘সীমানেতর সিংহাসন’, ‘আনু বড় হয়’, ‘হৃদসনের বন্ধু’ ইত্যাদি।



বার মাসে ছয় ঋতু

[গ্রীষ্মের ছুটি হয়েছে। দীপু, রবি, হাসু ও সীমা চার ভাই-বোন গ্রামে তাদের নানার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এক দিন বিকালে বাড়ির উঠানের এক কোণে আম গাছের নিচে সবাই এসে বসল।]

নানাভাই : তোমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে বেড়াতে এসেছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।

দীপু : আমরাও খুব খুশি নানাভাই।

রবি : সবাই এখানে অনেক মজা করছি।

নানাভাই : বেশ বেশ। বল তো গ্রীষ্ম কাকে বলে?

সীমা : আমরা বলেছেন, গ্রীষ্ম অর্থ গরমের দিন।

নানাভাই : তোমার আমরা ঠিক বলেছেন। এ সময়ে ভীষণ গরম পড়ে। আবার দেখ, কখনও বৃষ্টি হয়, কখনও শীত পড়ে।

বাংলাদেশে দুই মাস পর পর প্রকৃতি বদলে যায়। প্রতি দুই মাসকে আমরা বলি ঋতু। বল দেখি, বার মাসে কয় ঋতু?

হাসু : ছয় ঋতু নানাভাই।

নানাভাই : ঠিক বলেছ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসকে আমরা বলি গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে। তখন গাছে অনেক ফল ধরে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, আনারস, আরো কত কী! এ সময় কালবৈশাখী ঝড় হয়।



সীমা : জ্বি নানাভাই। ঝড়ের দিনে আমকুড়াতে কী মজা!
দীপু : আমরা কবিতায়ও পড়েছি – ঝড়ের দিনে মামার বাড়ি আম কুড়াতে সুখ।
নানাভাই : গ্রীষ্মকালের পরেই আসে বর্ষাকাল। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে খাল-বিল, নদী-নালা পানিতে ভরে যায়। কখনো কখনো বন্যা হয়।
হাসু : কবিতায় আমরা পড়েছি-বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।



- নানাভাই : এ সময় কদম, কেয়া, গন্ধরাজ ও বেলি ফুল ফোটে ।
 দীপু : বর্ষাকালের পর কোন ঋতু আসে নানাভাই ?
 নানাভাই : বর্ষার পরে আসে শরৎকাল । ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস
 শরৎকাল । এই সময় নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে
 বেড়ায় ।
 হাসু : এ সময়ে শিউলি ফুল ফোটে । খালে-বিলে ফোটে শাপলা
 ফুল । নদীতীর ভরে যায় সাদা কাশ ফুলে ।



- রবি : কবিতায় পড়েছি – এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা ।
 নানাভাই : এ সময় তাল পাকে । তালের পিঠা তোমরা খাওনি ?
 সীমা : হ্যাঁ খেয়েছি ! তালের পিঠা খুব মজার ।
 নানাভাই : কার্তিক ও অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল । এই ঋতুতে
 চাষিদের অনেক আনন্দ । মাঠে মাঠে দেখা যায় সোনালি
 ধান । তখন ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব ।



- দীপু : নবান্ন কী ?
নানাভাই : নবান্ন মানে নতুন ফসল ঘরে তোলার উৎসব। এ সময়
বাড়ির মহিলারা নতুন চাল দিয়ে পায়ের ফিরনি রাঁধেন।
হাসু : এরপরের দু মাসের নাম কী ?
নানাভাই : পরের দুই মাস পৌষ ও মাঘ। এই দুই মাস নিয়ে
শীতকাল। শীতকালে অনেক গাছের পাতা ঝরে যায়।
খেজুরের গুড় ও রসের পিঠা তৈরি হয়।



- সীমা : শীতকালে কোনো ফুল ফোটে না ?
নানাভাই : ফোটে। গাঁদা ও সূর্যমুখী। শীতের ফল কমলালেবু। এ
সময় নানা রকম তরিতরকারিও পাওয়া যায়।



নানাভাই : বছরের শেষ দুই মাস ফাল্গুন ও চৈত্র। এই দুই মাস নিয়ে বসন্তকাল। বসন্তকালকে ঋতুরাজ বলা হয়। এ সময় গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা যায়। চারদিকে ফোটে হরেক রকমের ফুল। আমের ডালে নতুন মুকুলে মৌমাছি গুনগুন করে। কোকিল মিষ্টি সুরে গান করে।

পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই

প্রকৃতি	- বাইরের জগৎ	বাংলাদেশের প্রকৃতি খুব সুন্দর।
ঋতু	- বছরের বিভিন্ন সময়ের ভাগ।	বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ।
কালবৈশাখী	- বৈশাখের ঝড়	কালবৈশাখীতে ঘরবাড়ি পড়ে গেছে।
উৎসব	- আনন্দ অনুষ্ঠান	ক্রিকেট খেলায় জয়ী হয়ে তারা উৎসব করছে।
পায়েস	- চাল, দুধ ও চিনি সহযোগে তৈরি মিষ্টান্ন	মা পায়েস রঁধেছেন।
হরেক	- নানা, বহু	বাবা হরেক রকম খেলনা এনেছেন।
মুকুল	- কুঁড়ি, মডল	আম গাছে মুকুল দেখা যাচ্ছে।
রূপ	- সৌন্দর্য	প্রকৃতির নানা রূপ আমাদের আনন্দ দেয়।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

অর্থ	-	র্থ	=	রেফ (´)+থ	ব্যর্থ, সার্থক
প্রকৃতি	-	কৃ	=	ক+ঋ-কার (্)	আকৃতি, কৃতি
জ্যেষ্ঠ	-	ষ্ঠ	=	ষ+ঠ	ওষ্ঠ, কাষ্ঠ
বর্ষাকাল	-	র্ষ	=	রেফ (´)+ষ	বর্ষণ, হর্ষ
শ্রাবণ	-	শ্র	=	শ+র-ফলা (্)	বিশ্রাম, শ্রবণ
বন্যা	-	ন্য	=	ন+য-ফলা (্য)	বন্য, সৈন্য
ভাদ্র	-	দ্র	=	দ+র-ফলা (্)	ক্ষুদ্র, ভদ্র
আশ্বিন	-	শ্ব	=	শ+ব-ফলা	অশ্ব, বিশ্ব
কার্তিক	-	র্ত	=	রেফ (´)+ত	কর্তা, গর্ত
অগ্রহায়ণ	-	গ্র	=	গ+র-ফলা (্)	গ্রহণ, গ্রাম
হেমন্তকাল	-	ন্ত	=	ন+ত দন্ত, শান্ত	বসন্তকাল
নবান্ন	-	ন্ন	=	ন+ন	অন্ন, ভিন্ন
চৈত্র	-	ত্র	=	ত+র-ফলা (্)	ছাত্র, মিত্র
ফাল্গুন	-	ল্ল	=	ল+গ	বল্লা, ফল্লু

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি

- (ক) নানার বাড়িতে কারা বেড়াতে গিয়েছে ?
(খ) প্রতি দুই মাসকে কী বলা হয় ?
(গ) বার মাসে কয় ঋতু ?
(ঘ) কখন বেশি গরম পড়ে ?
(ঙ) কখন নদীতে বান হয় ?
(চ) নীল আকাশে সাদা মেঘ কখন দেখা যায় ?
(ছ) নবান্ন কী ?
(জ) নবান্নে মহিলারা কী করেন ?
(ঝ) কখন গাছের পাতা ঝরে যায় ?
(ঞ) কোকিল মিষ্টি সুরে গান গায় কখন ?



৪. একটি ঋতু ও মাসের নাম দেওয়া আছে। অন্যগুলোর নাম পর পর বলি ও লিখি

- (ক) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল।
(খ) ----
(গ) ----
(ঘ) ----
(ঙ) ----
(চ) ----

৫. কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল তা ঠিক করি

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| (ক) শরৎকালে | কালবৈশাখী ঝড় হয় |
| (খ) বর্ষাকালে | অনেক গাছের পাতা ঝরে যায় |
| (গ) হেমন্তকালে | নদীনালা পানিতে ভরে যায় |
| (ঘ) বসন্তকালে | নবান্নউৎসব হয় |
| (ঙ) শীতকালে | কোকিল ডাকে |
| (চ) গ্রীষ্মকালে | তাল পাকে
কাক ডাকে |

৬. বর্ষাকাল ও শরৎকালের ফুলগুলোর নাম বের করি

শিউলি, কদম, কেয়া, কাশ, গন্ধরাজ, বেলি



গ্রীষ্মের দুপুরে

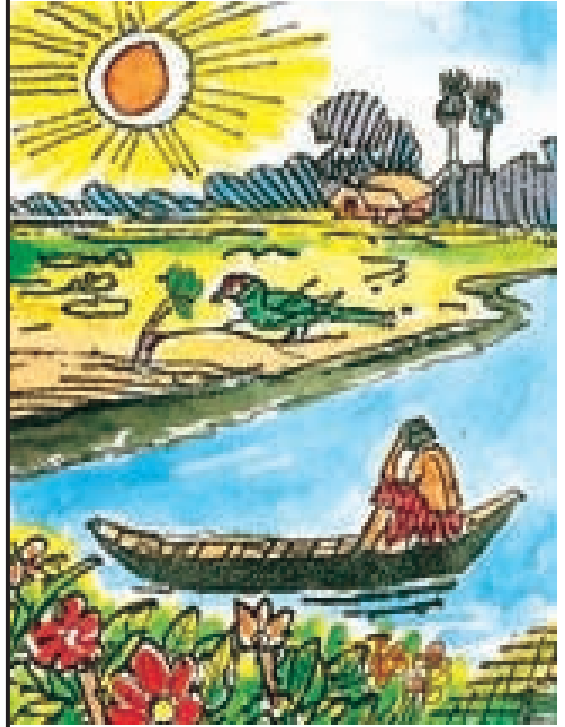
ফজলুর রহমান



ঘাম ঝরে
দরদর
গ্রীষ্মের দুপুরে ।
খাল বিল
চৌচির,
জল নেই পুকুরে ।
মাঠে ঘাটে
লোক নেই,
খাঁ খাঁ করে রোদ্দুর !
পিপাসায়
পথিকের
ছাতি কাঁপে দুদুর ।
রোদ যেন
নয়, শুধু
গনগনে ফুল্কি ।
আগুনের
ঘোড়া যেন
ছুটে চলে দুল্কি ।

ঝাঁঝ মাথা
হাওয়া এসে
ডালে দেয় ঝাপ্টা !
পাতা নড়ে
ফুল পড়ে
বাপরে কি দাপ্টা !

বিল ধারে চিল বসে'
ঘন ঘন ডাকে রে ।
মাঝি বসে তুল খায়
খেয়াঘাট বাঁকে রে !



পাঠ শিখি



১. শব্দগুলো জেনে নিই

দরদর	-	গড়িয়ে পড়া, অবিরাম পড়া
চৌচির	-	চার ভাগ, ফেটে টুকরো টুকরো
খাঁ খাঁ রোদ্দুর	-	ভীষণ কড়া রোদ
ছাতি	-	বুক
গনগনে	-	খুব জ্বলন্ত
ফুল্কি	-	ছিটকে পড়া আগুনের কণা বা খুব ছোট অংশ
দুল্কি	-	ঘোড়ার ধীরে চলার ভঙ্গি
ঝাঁঝ	-	আঁচ, তেজ
ঝাপ্টা	-	ধাক্কা
তুল খায়	-	ঘুমের ঘোরে মাথা দোলায়
খেয়াঘাট	-	নদীর যে জায়গা হতে নৌকায় পারাপার করা হয়
বঁাকে	-	নদীর মোড়ে

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

গ্রীষ্ম	-	ষ্ম	=	ষ+ম	উষ্ম
রোদ্দুর	-	দ্দ	=	দ+দ	খদ্দর, চৌদ্দ

৩. যতিচিহ্ন চিনে নিই

, = কমা

| = দাঁড়ি

! = বিস্ময় চিহ্ন

খাল, বিল, পুকুরে মাছ নেই।

বিলের ধারে চিল বসে আছে।

কী সুন্দর আমাদের দেশ !

৪. ঠিক শব্দ বেছে খালি জায়গায় বসাই

- ক. ঘাম ঝরে ----- ঝরঝর/ দরদর
খ. ----- চৌচির নদীনালা / খালবিল
গ. ----- করে রোদ্দুর খাঁ খাঁ / ঝাঁ ঝাঁ
ঘ. ঝাঁঝ মাথা ----- এসে ডাল/হাওয়া
ঙ. ----- বসে ঢুল খায় চিল/মাঝি

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি

- (ক) কোন ঋতুতে দরদর করে ঘাম ঝরে ?
(খ) গ্রীষ্মের দুপুরে খালবিল কেমন থাকে ?
(গ) মাঠে-ঘাটে কেন লোক থাকে না ?
(ঘ) গ্রীষ্মের রোদ কেমন ?
(ঙ) বিলের ধারে বসে চিল কী করে
(চ) মাঝি কোথায় বসে ঢুল খায় ?



৬. শব্দ দিয়ে বাক্য গড়ি

- দরদর – গরমে ছেলেমেয়েরা দরদর করে ঘামছে।
চৌচির – প্রচণ্ড গরমে ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির।
রোদ্দুর – গ্রীষ্মের রোদ্দুর বেজায় কড়া।
গনগন – দুপুরের সূর্যটা যেন গনগন করছে।
দুল্কি – দুল্কি চালে ঘোড়া চলে।
ঝাপ্টা – বাতাসের ঝাপ্টা গায়ে লাগছে।
খেয়াঘাট – খেয়াঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা থাকে।
বাঁকে – নদীর বাঁকে বাঁকে ডিঙি নৌকা চলে।

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি



বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

১৯৭১ সাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলেন। শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে যোগদিলেন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা। এমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ শেখ। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম হয় নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ। মায়ের নাম জেন্নাতুন্নেসা। নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেন। তারপর তিনি সৈনিক হন। তিনি দেশকে খুব ভালোবাসতেন।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর মাস। যশোর জেলার গোয়ালহাটি গ্রামে যুদ্ধ হচ্ছে। একদিকে পাকিস্তানি সৈন্যদল, অন্যদিকে নূর মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা। নূর মোহাম্মদের সঙ্গী চার জন মুক্তিযোদ্ধা। এক জনের নাম নানু মিয়া। এক সময় একটা গুলি নানু মিয়ার বুকে লাগল। নানু মিয়া আহত হলেন। নূর মোহাম্মদ যুদ্ধ করতে লাগলেন।



হঠাৎ কামানের একটা গোলা নূর মোহাম্মদের কাঁধে এসে লাগল। নূর মোহাম্মদ পড়ে গেলেন। তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তবু তিনি থামলেন না। সঙ্গীদের বললেন, তোমরা নানু মিয়াকে নিয়ে সরে যাও। সঙ্গীরা নূর মোহাম্মদকে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু নূর মোহাম্মদ গেলেন না, একাই যুদ্ধ করলেন। বহু শত্রুসৈন্য খতম করলেন। যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর গুলিতে তিনি মারা গেলেন। তিনি শহীদ হলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা বেঁচে গেল।

লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। বীর মুক্তিযোদ্ধারা

সম্মান পেলেন। তাঁদের দেওয়া হল নানা খেতাব। কেউ হলেন বীর-প্রতীক, কেউ বীর-বিক্রম, কেউ বীর-উত্তম, কেউ বীরশ্রেষ্ঠ। মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ একজন সাহসী বীর। বীরদের মধ্যে সেরা। সেজন্য তিনি বীরশ্রেষ্ঠ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ লড়াই করেছেন। তিনি নিজের কথা ভাবেননি। দেশের কথা ভেবেছেন। দেশকে ভালোবাসা সবচেয়ে বড় কাজ। সেই কাজই তিনি জীবন দিয়ে করেছেন। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ আমাদের গর্ব। আমরা তাঁকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি।





১. মুখে মুখে উত্তর বলি

- (ক) কে স্বাধীনতার ডাক দেন ?
- (খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কখন শুরু হয় ?
- (গ) নূর মোহাম্মদ কোথায় যুদ্ধ করেছিলেন ?
- (ঘ) তিনি কীভাবে শহীদ হলেন ?
- (ঙ) মুক্তিযোদ্ধারা কখন খেতাব পেলেন ?
- (চ) নূর মোহাম্মদ শেখকে কেন বীরশ্রেষ্ঠ বলা হয় ?



২. শব্দগুলো জেনে নিই। নতুন বাক্য গড়ি

শ্রেষ্ঠ	-	সবার সেরা	রহমান শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়।
বিখ্যাত	-	নামকরা	তিনি এক জন বিখ্যাত লোক।
মুক্তিযোদ্ধা	-	দেশকে স্বাধীন করতে যিনি যুদ্ধ করেন	আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা।
স্বাধীন	-	অন্যের অধীন নয়	বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।
শহীদ	-	ন্যায় ও সত্যের জন্য যাঁরা জীবন দেন	স্বাধীনতায়ুদ্ধে তিনি শহীদ হন।
সম্মান	-	মর্যাদা	দেশের সম্মান আমরা রাখব।
গর্ব	-	গৌরব	বাংলাদেশ আমার গর্ব।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

বীরশ্রেষ্ঠ	-	শ্র	= শ+র-ফলা (৳)	শ্রবণ, শ্রাবণ
	-	ষ্ঠ	= ষ+ ঠ	কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
বিখ্যাত	-	খ্য	= খ+য-ফলা (ঙ)	খ্যাপা, সংখ্যা
মুক্তিযোদ্ধা	-	দ্ধ	= দ+ধ যুদ্ধ, শুদ্ধ	
উত্তম	-	ত্ত	= ত+ত	উত্তর, সত্তর
সেপ্টেম্বর	-	প্ট	= প+ট	চেপ্টা, লেপ্টা
	-	ষ্ব	= ম+ব	লম্বা, নম্বর
মার্চ	-	র্চ	= রেফ (ঁ)+চ	চার্চ, টর্চ
নানু	-	ন্ন	= ন+ন	অন্ন, কান্না
বিক্রম	-	ক্র	= ক+র-ফলা (৳)	ক্রয়, ক্রম
গর্ব	-	র্ব	= রেফ (ঁ)+ব	দুর্বল, দূর্বা

৪. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই

জন্ম	--	মৃত্যু	সম্মান	--	অসম্মান
যুদ্ধ	--	শান্তি	সাহসী	--	ভীরু
স্বাধীন	--	পরাধীন	বিখ্যাত	--	অখ্যাত

৫. আরো দুই জন বীরশ্রেষ্ঠের নাম লিখি

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ



২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ২-বাং

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি



সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায়
সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা